NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ কবে সৃষ্টিকর্তাদের সম্মান দেওয়া হবে

হাবড়ার হাসপাতালে রাখীবন্ধন উৎসব পালন ৫

কলকাতা ২০ অগস্ট ২০২৪ ৩ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.8.2024, Vol.18, Issue No. 71 8 Pages, Price 3.00

সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন...

রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে সোমবার ৭ লোক কল্যাণ মার্গে নিজের বাসভবনে স্কুলের কচিকাঁচাদের হাতে রাখি পরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মিলল হাড়হিম করা তথ্য

সামনে এল ভয়ঙ্কর যৌন নির্যাতনের প্রমাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়ার দেহ উদ্ধারের পর থেকেই তোলপাড় সব মহল। কর্মবিরতিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের হাত থেকে তদন্ত গিয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। আগেই নির্যাতিতার হাড় ভাঙার কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি করেছিল তদন্তকারীরা। তবে এবার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এল একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুসারে, গোটা শরীরে আঘাতের চিহ্নের পাশাপাশি মিলেছে ধস্তাধস্তির প্রমাণ। কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রেনি ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে। এমনকী তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শুধু শারীরিক আঘাতই নয় ভয়ংকর যৌন নির্যাতন এবং ফোর্সফুল পেনিট্রেশনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। নির্যাতিতার মাথা, মুখ, ঘাড়, হাত এবং যৌনাঙ্গে ১৪ টিরও বেশি গভীর ক্ষতের চিহ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

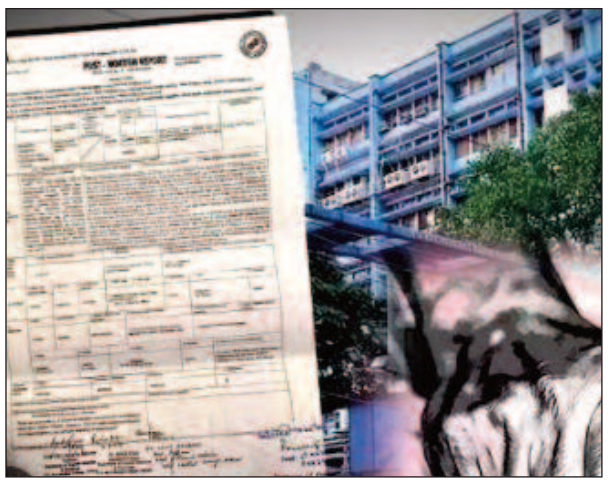

খুনের কারণ হিসাবে জোর করে শ্বাসরোধের কথাও বলা হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে। গলা টিপে শ্বাসরোধ করে আঘাত করা হয়েছে। শুধু গলা টিপে ধরাই নয়, মুখও চেপে ধরার প্রমাণও মিলেছে পিএম রিপোর্টে। ময়নাতদন্তের যা রিপোর্ট তাতে মৃত্যুর আগে অসচেতন অবস্থায় ধর্ষণের ইঙ্গিত মিলছে। এছাড়া, নির্যাতিতার সারা দেহে একাধিক নখের আঁচড়, যৌন কামড়-এর চিহ্নও পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে চিকিৎসকরা বলেছেন, 'তরুণীর যৌনাঙ্গে জোর করে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের চেষ্টার বিজ্ঞানসম্মত নথি মিলেছে, যা যৌন নিপীড়নের ইঙ্গিতবাহী।' এমনকী খুনের পদ্ধতি হোমিসাইড। যৌন নিপীড়ন তো বটেই, যোনিতে ক্ষতের প্রমাণও বীভৎস। যৌনাঙ্গে সাদা, পুরু, চটচটে তরলও পাওয়া গিয়েছে। রিপোর্টে ফুসফুসে রক্তক্ষরণ এবং শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, তাঁর শরীরে মোট ২৪টি জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রিপোর্ট বলছে তাঁর গলার হাড় ভাঙা। অর্থাৎ থাইরয়েড কার্টিলেজ, হাইওয়েড বোন ভাঙা ছিল। হাড়েও ছিল রক্তপাতের চিহ্ন। এদিকে রক্ত এবং অন্যান্য শারীরিক তরলের নমুনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রায় ৩৬ ঘণ্টা টানা ডিউটি করেছিলেন তিনি। এরপরই হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়ার দেহ। আরজি কর কাণ্ডে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মিলেছে হাড়হিম করা যৌন নির্যাতনের প্রমাণ। সেমিনার হলে অর্ধনগ্ন দেহের পাশ থেকেই উদ্ধার হয় পোশাক, ল্যাপটপ ও ব্যাগ। দেহের পাশে মেলে ভাঙা চশমাও।

এক নজরে

আজ সুপ্রিমে শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের। আজ প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ মামলা শুনবে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখে এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি করেন। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, গত ১৪ অগস্ট মধ্যরাতে হাসপাতালে তাণ্ডবের কথাও। দাবি করা হয়, প্রমাণ লোপাট করতেই পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। রবিবার দুপুর ১টা ৩ মিনিটে নথিভুক্ত হয়েছে মামলা। আজ এই মামলার শুনানি।

ফের রক্তাক্ত কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১৯ অগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহিদ হলেন এক সিআরপিএফ আধিকারিক। সোমবার উধমপুরে সিআরপিএফ জওয়ানদের একটি চেক পোস্টে আচমকা হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেই সময় গুলিবিদ্ধ হন ওই সিআরপিএফ আধিকারিক। তাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এই ঘটনার পরেই এলাকা ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে সেনা।

২৮০ জনকে নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুজব ছড়ানোর অভিযোগে এ বার ২৮০ জনকে নোটিস দেওয়া হয়েছে লালবাজার থেকে। পুলিশ সূত্রে খবর, তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি রয়েছেন মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের বাসিন্দাও। কারও বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে, আবার কারও বিরুদ্ধে মৃত মহিলা চিকিৎসকের পরিচয় প্রকাশ করার অভিযোগ উঠে এসেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করেও গুজব ছড়ানো হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর।

গ্রেপ্তার দীপু মনি

ঢাকা, ১৯ অগস্ট: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জমানার মন্ত্রী তথা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপু মনিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সোমবার স্থানীয় সময় রাত ৮টার সময় বারিধারা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মনিকে। ঠিক কোন অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশ কিছু জানায়নি।

লালবাজারে মিছিল করে হাজিরা

পুলিশকে সদর্থক ভূমিকায় দেখতে চান কুণাল-সুবর্ণরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে সদর্থক ভূমিকা নিক পুলিশ। প্রয়োজনে কলকাতা পুলিশকে সাহায্য করা হবে। লালবাজার থেকে বেরিয়ে এমনই জানালেন পুলিশের সমন পাওয়া দুই চিকিৎসক কুণাল সরকার এবং সুবর্ণ গোস্বামী। সোমবার দুপুরে এই দুই চিকিৎসককে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে থেকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে লালবাজারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেওয়া হলেও লালবাজারে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় দুই চিকিৎসককে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁরা।

আরজি কর-কাণ্ডে মিথ্যা তথ্য এবং গুজব ছড়ানোর অভিযোগে কুণাল এবং সুবর্ণকে তলব করেছিল লালবাজার। লালবাজারে হাজিরা দেওয়ার পর দুই চিকিৎসকই অবশ্য বলেন, 'সৌহার্দ্যপূর্ণ' পরিবেশে কথা হয়েছে। পুলিশের তরফে কী ভুল ছিল, তা-ও তাঁরা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে জানিয়েছেন বলে জানান সুবর্ণ। তবে চিকিৎসকদের সমন পাঠানোর তীব্র নিন্দা করেন তিনি। সুবর্ণ বলেন, 'যদি আমাদের তরফ থেকে কোনও পরামর্শেরই প্রয়োজন হত, তবে ফোন করে বা চিঠি দিয়ে ডাকা যেত। সমন পাঠাতে হল কেন? এটা চিকিৎসকেরা ভাল ভাবে নিচ্ছেন না।' সুবর্ণের দাবি, কলকাতার পরিস্থিতি শান্ত এবং স্বাভাবিক করতে লালবাজার তাঁদের সাহায্য চেয়েছে। এই বিষয়ে প্রয়োজনে পুলিশকে সাহায্য করার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

অন্য দিকে কুণাল পুলিশকে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ-প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকা নেওয়া উচিত।' লালবাজার থেকে বেরিয়ে ফের কলকাতা মেডিক্যালে যান দুই চিকিৎসক। সেখানে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সামনে বক্তৃতা করেন তাঁরা। উল্লেখ্য, আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সমাজমাধ্যমে এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নানা তথ্য ছড়াচ্ছে। অনেকাংশেই যা ভিত্তিহীন বলে অভিযোগ। এই আবহে চিকিৎসক কুণাল এবং সুবর্ণকে রবিবার ডাকে লালবাজার। কুণাল এবং সুবর্ণ জানিয়েছিলেন, তাঁরা সোমবার হাজিরা দেবেন। কলকাতা মেডিক্যাল থেকে মিছিল করে কুণাল এবং সুবর্ণকে লালবাজারে নিয়ে যান চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের কণ্ঠরোধ করার জন্যই কলকাতা পুলিশের এই তলব। সোমবার আরও এক চিকিৎসককে তলব করা হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে দুই চিকিৎসক ডা. কুণাল সরকার এবং ডা. সুবর্ণ গোস্বামীকে তলব করেছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারে হাজিরা দেন তাঁরা। দুই অভিজ্ঞ কৃতী চিকিৎসককে পুলিশি তলবের বিরুদ্ধে লালবাজার অভিযান করেন অন্যান্য চিকিৎসকরা। যা এই রাজ্যের ইতিহাসে বেনজির। লালবাজারের গেটের বাইরে জমায়েত করেন তাঁরা। শামিল হন আইনজীবীরাও। যদিও চিকিৎসকদের এই অভিযানের সমালোচনায় সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ সুখেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত দখলের দিন রাস্তায় নেমেছিলেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। পরে এক্স মাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি পুলিশের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আর তারপরই লালবাজারের নোটিস গিয়েছে সাংসদের কাছে। তাঁকে তলব করা হয়েছিল লালবাজারে। তবে সেখানে যাননি তিনি। এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সেই সাংসদ। তাঁর আশঙ্কা, যে কোনও সময় গ্রেপ্তার করা হতে পারে তাঁকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে পরপর দু-বার তলব করা হয়েছে সুখেন্দুশেখরকে। রবিবার বিকেল ৪টের মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান। পরে সোমবার তাঁকে ফের তলব করা হয়। তবে এদিনও শারীরিক অসুস্থতার কারণে লালবাজারে যাননি সুখেন্দু।

এরই মধ্যে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তৃণমূল সাংসদ। যে কোনও সময় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে, এই আশঙ্কায় হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে রক্ষাকবচ চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। লালবাজারকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছেন, সময় দিতে হবে তাঁকে, তিনি পরে যাবেন। চিঠির সঙ্গে এসএসকেএম আর এইমস-এর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রও পাঠিয়েছেন সুখেন্দু। উল্লেখ করেছেন ফুসফুস সংক্রান্ত চিকিৎসা চলছে তাঁর। আপাতত বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সুখেন্দুশেখর রায় প্রশ্ন তোলেন, দেহ উদ্ধারের পর কেন আত্মহত্যা বলা হয়েছিল আরজি করের ঘটনাকে? দ্বিতীয়ত, ঘটনার তিন দিন পর কেন স্লিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছিল? কলকাতা পুলিশের দাবি, স্লিফার ডগ নিয়ে করা সাংসদের মন্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। সেই কারণেই নোটিস দেওয়া হয় সুখেন্দুকে।

ফুটেজ নিতে লালবাজারে সিবিআই, নির্যাতিতার বাড়িতেও গেল একটি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে সোমবার কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারে গেল সিবিআইয়ের একটি দল। সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ কলকাতার কিছু এলাকা ঘুরে সিবিআইয়ের ওই দলটি পৌঁছয় লালবাজারে। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় বসানো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নিতেই সেখানে গিয়েছেন তাঁরা। আরজি কর হাসপাতালে ঘটনার আগে অভিযুক্ত যে সব রাস্তায় যাতায়াত করেছেন, সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে আগেই। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ঘটনার আগে সেই রাতে যৌনপল্লিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানকার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও সিবিআই সংগ্রহ করছে বলে সূত্রের খবর।

আরজি কর-কাণ্ডে এর আগে কলকাতা পুলিশের কয়েক জন আধিকারিক, এই মামলার তদন্তের দায়িত্বে থাকা সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল)-এর সদস্য এবং টালা থানার ওসি-কে তলব করেছিল সিবিআই। টালা থানার ওসি সিজিও দপ্তরে গিয়ে তদন্তের কিছু নথি সিবিআইয়ের হাতে তুলেও দিয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর।

সোমবার নির্যাতিতার বাড়িতেও যায় সিবিআইয়ের একটি দল। গত বৃহস্পতিবারও সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যের একটি দল তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল। সেই দলে ছিলেন সিবিআইয়ের যুগ্ম ডিরেক্টর। সে দিন মৃত চিকিৎসকের ডায়েরি, বইপত্র ঘেঁটে দেখেছিলেন তদন্তকারীরা। তবে সোমবার কেন সিবিআইয়ের দল গিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, সোমবার চতুর্থ বার সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। কেন বার বার সন্দীপকে তলব করা হচ্ছে, তা-ও স্পষ্ট নয় এখনও।

এর আগে কলকাতা পুলিশের ফোর্থ ব্যাটালিয়নের ব্যারাকে গিয়েছিলেন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত ব্যক্তি কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই ব্যারাকে নিয়মিত যাতায়াত ছিল ধৃতের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পরে আরজি কর থেকে সেখানেই গিয়েছিলেন অভিযুক্ত। সেখান থেকে রাতে তাঁকে আটক করে কলকাতা পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

ধৃতের পলিগ্রাফ পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আরজি কর-কাণ্ডে ধৃতের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করতে চায় সিবিআই। সূত্রের খবর, সোমবারই ওই পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, সাইকোমেট্রিক পরীক্ষাও হয়েছে তাঁর। এ বার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ধৃতের লাই-ডিটেক্টর পরীক্ষার অনুমোদন চাইল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। অনুমতি মিললে আজই ওই পরীক্ষা করানো হতে পারে বলে অনুমান। প্রসঙ্গত, লাই-ডিটেক্টর পরীক্ষাকে পলিগ্রাফ পরীক্ষাও বলা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, নাড়ির গতি, রক্তচাপ, শরীর থেকে কতটা ঘাম বেরোচ্ছে; সে সব যাচাই করে দেখা হয়। কেউ মিথ্যা বললে তাঁর হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটে। সেই সামান্য হেরফেরও ধরা পড়ে এই পরীক্ষায়। এতেই বোঝা যায়, অভিযুক্ত সত্য বলছেন কি না।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদের জেরে তুমুল উত্তেজনা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল, পালটা মিছিলের মাঝেই তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বচসায় জড়ান আরেক আইনজীবী তথা বামনেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভর দুপুরে উত্তাল হয়ে উঠল কোর্টচত্বর। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে সিপিএমকে নিশানা করলেন কল্যাণ। আরজি কর-কাণ্ডে তোলপাড় গোটা বাংলা। প্রতিবাদ ও সুবিচারের দাবিতে পথে নেমেছে সবমহল। তারকা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল, আমজনতা সকলেরই একই দাবি। ন্যায় বিচারের দাবিতে সকলেই নেমেছেন রাস্তায়। সোমবার সকালে কালো রোব পরে হাতে পোস্টার নিয়ে মিছিল শুরু করেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। সেই মিছিলকে কেন্দ্র করেই আচমকা বচসায় জড়িয়ে পড়েন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরেক আইনজীবী তথা বাম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনের বচসা তুমুল আকার নেয়। মেজাজ হারান কল্যাণ। দেখা যায়, ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গ তুলে সায়নকে তীব্র নিশানা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জামানত বাজেয়াপ্ত নিয়ে খোঁচাও দেন তিনি। সব মিলিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। যদিও ঠিক থেকে কী নিয়ে এই বচসা তা স্পষ্ট নয়। কারও তরফেই এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি দেবাশীষ দাস ৩১/৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Debashish Das ও Debasish Das S/o. Mohan Das ও Mohan Ch. Das উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কল্যানী, নদীয়া কোর্টে ১২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Patim Sikdar (old name) S/o. Paresh Chandra Shikdar R/o. Chanduria, Shimurali, Chakdaha, Nadia, 741248, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Partha Pratim Shikdar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Partha Patim Sikdar & Partha Pratim Shikdar S/o. Paresh Chandra Shikdar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, KALU MONDAL @ HASIKUL ALAM MONDAL S/o Jakat Mondal sworn before the court of S.D.E.M/1st Class at Berhampore, Murshidabad Sl No. 3288 declared that are same and identical person.

DECLARATION

I, GOUTAM DAS S/O Gopal Chandra Das residing at 73/20, Raj Pukur Path, P.O. - Authpur, P.S. - Jagatdal, Dist - 24 Parganas (N), PIN - 743128 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 17.08.2024 serial no.140 that my actual name is GOUTAM DAS and it is recorded in my Aadhar Card being No. 2725 1347 1798, PAN card being No. ANOPD6592R and in birth certificate of my daughter Hrishita Das but in her admission card of class 10th (being UID.No. 7838773/099) issued by Council for The Indian School Certificate Examination, New Delhi my name has been recorded as GAUTAM DAS inadvertently.GOUTAM DAS and GAUTAM DAS is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I **Bablu Biswas**, S/o Late Keshablal Biswas, at Vill. + P.O.: Boaldaha, P.S. - Bongaon, Dist. - North 24 Parganas, W.B., Pin-743235, have change my name from Babul Biswas to Bablu Biswas affidavit SL No. 3699 dated 12.08.2024 before In the Court of Ld. Executive Magistrate Public at Bongaon North 24 Parganas, W.B. That myself **Bablu Biswas** & **Babul Biswas** is the same and one identical person having no difference.

আমমোক্তারনামা

শ্রীমতি চিন্তা বিশ্বাস, স্বামী-প্রয়াত নিমাই চাঁদ বিশ্বাস সাং মাঝদিয়া পোঃ- মদনপুর, নদীয়া বিগত ২৮.১০.২০০৪ তারিখে ধনিয়াখালি হুগলী সাবরেজিস্ট্রারী অফিসে ৪ নং বহির ১১ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে গনেশ পাল দিগকের নিকট ইহতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হই। আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল মৌজা-সগুনা, জে.এল. নং ৮০, L.R খতিয়ান ১২৭২, L.R দাগ নং ৮২৫ দাগে ০৩ শতক, L.R ৮২৮ দাগে ০৩ শতক এবং L.R ৮৩৩ দাগে ০২ শতক মোট ০৮ শতক বা ০৫ কাঠা।

উপরিউক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি-সমীর হালদার, পিতা-শশধর হালদার, সাং+পোঃ-কল্যাণী, A-5 পল্লী, থানা-কল্যাণী, নদীয়া

পাবলিক নোটিশ

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে মূল নিবন্ধিত ডিড অফ কনভিয়েন্স নং ২৮০৪ সাল-১৯৬৬ যা এআরএ-কলকাতার অফিসে নিবন্ধিত যা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামোগুলি, থানা- বড়তলা এর অধীনে কোলকাতা জেলায় বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত পৌরসভা প্রেমিসেস নং- ৫২১৩১১, অক্ষয় কুমার দত্ত সরণি (মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট নামে পরিচিত), পিন-৭০০০০৬ পৌরসভা ০১৭ নং ওয়ার্ডের অধীনে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত আমাদের ক্লায়েন্টের (শ্রী সঞ্জীব ভাটক) হেফাজত থেকে তার স্বাভাবিক কাজের সময় হারিয়ে গিয়েছে/ভুলস্থানে রাখা হয়ে গিয়েছে যার জন্য ১৬.০৮.২০২৪ তারিখে শ্যামপুকুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে যার জিডি এন্ট্রি নং ১৩৩৬ তারিখ- ০৮.২০২৪।

উল্লিখিত দলিলের হেফাজতে থাকা বা তার কোনো তথ্য থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে অবহিত করতে পারেন যার পরে কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

তারিখ: ১৯.০৮.২০২৪

আপনার বিশ্বস্ত,
শৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
রিজেন্ট হাউস, ৩য় ফ্লোর, চেম্বার-২ ও ৩,
১২, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯
ফোন নং: ০৩৩-৪৮২২২৯২৯
ই-মেইল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

NOTICE

It is hereby informed that the **original Title Deeds being Nos. I - 826/18, I - 827/18, I - 828/18 and I - 829/18 all dated 06.02.2018** registered at the Office of the A.D.S.R., Kharagpur and also **conversion certificate vide case No. CN/2021/1009/807 dt. 29.12.2021** and also **Mutation Certificate** of the land relating to L.R. Khatian No. 7966, L.R. Plot Nos. 593, 594 & 595 Mouza - Inda, J.L. No. 232, have been lost by me on 31st July, 2024 on the O.T. Road while I was moving from my Flat to Registry Office, Kharagpur. The said documents are still untraced. If found by anybody, please contact. **Affidavit No. 2901/24 dt. 10.08.2024** and **G.D.E. No. 741 dt. 12.08.2024**, KGP Town P.S.

Shamik Chakraborty
Tanushree Apartment, Block AB,
Flat No. 2AB, 2nd Floor, O.T.
Road, P.O. - Inda -721305,
P.S. - Kharagpur (T),
Mob. No. 7001474019

বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা অবগত করা হইতেছে যে আমি অভীক মন্ডল, পিতা-বিধান চন্দ্র মন্ডল, সাং-পীরের হাট লেন, পোঃ ও থানা-শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৪০৪, নদীয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকের, শান্তিপুর মৌজার ১৬৬৬৬ নং এল.আর খতিয়ান, ২২১৫ নং এল.আর দাগে ০৮/১১/২০২৩ তারিখে শন্তিপুর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৬২৬ নং দলিলমূলে ১০/০৫/২০২৩ তারিখে শান্তিপুর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৮২৩ নং আমমোক্তারনামা দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সমীরন প্রামানিক, পিতা-শঙ্কর প্রামানিক, সাং-কৃষ্ণবল্লভ প্রামানিক স্ট্রীট, পোঃ ও থানা-শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৪০৪ এবং নদীয়া জেলার শন্তিপুর ব্লকের, শান্তিপুর মৌজার ১৬৬৬৫ নং এল.আর খতিয়ান, ২২১৫ নং এল.আর দাগে ১০/০৫/২০২৩ তারিখে শান্তিপুর A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৮৩৫ নং আমমোক্তারনামা দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার বিতানু প্রামানিক, পিতা-মৃত বিমলেশ প্রামানিক, সাং-শম্ভুচরন প্রামানিক স্ট্রীট, পোঃ ও থানা- শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১৪০৪-এর নিকট হইতে মোট ৩.৩ শতক পরিমান সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলাম। যদি উক্ত আমমোক্তার বা Power of Attorney-এর বিষয়ে কারও কোন অভিযোগ থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L..R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

দি নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
রেজি নং ২২৮/৭৬,
তাং- ১৩-০২-১৯৭৬
নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দি নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের সকল সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে অদ্য ইং ২০/০৮/২০২৪ তারিখে। সমিতির বাই-ল অনুসারে মোট ডিরেক্টর বারো (১২) জন (সাধারণ = ৯ জন, মহিলা- ২ জন ও তপশিলী জাতি / আদিবাসী ১ জন)। আগামী ইংরাজী ২২-০৯-২০২৪ তারিখে রবিবার বেলা ১১টা হতে ৩ টে পর্যন্ত C.M.S. ST. JOHN's, HIGH SCHOOL কৃষ্ণনগরে BOD নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত বিজ্ঞাপন সমিতির নোটিশ বোর্ডেও দেওয়া আছে যা এই নির্বাচনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

স্বাক্ষর
অমল কৃষ্ণ অধিকারী
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
দি নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যায় যে, ছন্দা মাইতি দীং ইং ২৪/৪/২৪ তারিখে সম্পাদিত ০৪১ নং রেঃকৃত ও দিলীপ কুমার দাস দীং ইং ২৬/৪/২৪ তারিখের ১৯৫০ নং রেঃকৃত আমমোক্তার নামামূলে শ্রী সুনিল কুমার মাইতিকে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত সুনিল কুমার মাইতি উক্ত আমমোক্তার নামা মূলে আমাদের গত বাং ১৪৩১/৬ই জৈষ্ঠ ইং ২০/৫/২০২৪ তারিখের সম্পাদিত ৩৯৩৭ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবলার দ্বারা নিম্ন তপশীল বর্নিত ভূসম্পত্তি বিক্রয় করায় আমরা উপরিউক্ত B. L & L.R.O Nandigram-I -এ Mutation Case No. 5894/2024 ও 5895/2024 মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছি। উক্ত মোকর্দ্দমা দ্বয়েতে কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরিউক্ত Office আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্যকর হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর থানা- নন্দীগ্রাম মৌজা- ধান্যখোলা, L.R. খতিয়ান নং ৫১৫/১, ৫৯৯, ১৭২৩, ৫৯৪/১ ৩৭ দাগে জল ৩৭ ডেসিমল।

Sd/- Sri Biswajit Samanta
(Advocate)
Haldia Court

NOTICE

IN THE COURT OF THE LEARNED DISTRICT DELEGATE, HOOGHLY AT CHINSURAH

Act XXXIX Case No. 14 of 2024

SMT. DIPALI GOSWAMI, Wife of Late Gopinath Goswami, Daughter of Late Gupinath Banerjee Residing at- Kundughat, P.O. & P.S. Chandannagore, Dist. Hooghly, Pin - 712136, West Bengal.

......Petitioner

1. Whereas the Petitioner, **Dipali Goswami,** Wife of Late Gopinath Goswami, Daughter of Late Gupinath Banerjee, resident of Kundughat, P.O. & P.S. Chandannagar, Dist. Hooghly, Pin- 712136, W.B., has filed an application under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 (Act XXXIX of 1925) vide Case No. 14 of 2024 for granting Succession Certificate in her favour with respect to the Schedule mentioned Assets & Liabilities stands in the name of **Partha Ganguli** son of Late Tara Shankar Ganguli, had a permanent place of abode at- Khirki Gali, P.O. & P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly, Pin 712101, West Bengal. **who died intestate on 18.07.2021.**

This Notice is issued and in case anybody has any objection for granting Succession Certificate under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 (Act XXXIX of 1925) in favour of the Petitioner, he/she can file objection/s to the same within 30 days from the date of publication of this notice, failing which the application shall be decided in accordance with law.

SCHEDULE

An amount of **Rs. 3,00,000/- (Rupees Three Lakh Only), with Canara Bank, Chinsurah Branch, being Account No.- 3712401003170/1, Customer ID: 68000080, Date of Deposit 26.04.2021, Date of Maturity 26.04.2024, Maturity Amount Rs. 3,53,422/- (Three Lakh Fifty-three Thousand Four Hundred Twenty- two only)** with interest if any On behalf of **Partha Ganguli** son of Late Tara Shankar Ganguli.

Sisir Saha
Petitioner's Advocate

Charan Singh
Sheristader
District Delegate Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে আগষ্ট। ৪ ঠা ভাদ্র। মঙ্গল বার। প্রতিপদ তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দুর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ খরচের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামীণ এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ খরচের নিরিখে গোটা দেশের মধ্যে এরাজ্য দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে দুটি কিস্তিতে রাজ্যের জন্য ৩,৩৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তারমধ্যে ১,৫৩০ কোটি টাকা অর্থ মূল্যের প্রকল্প রূপায়ণ সম্পূর্ণ করেছে বলে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরই সূত্রে জানা গেছে। অথচ জাতীয় স্তরে মোট ৬৫,০৬১ কোটি টাকার মধ্যে খরচ হয়েছে মাত্র ১৫,৩৫৮ কোটি টাকা।

কেন্দ্রের তথ্য বলছে, জাতীয় স্তরে গ্রামীণ এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মোট বরাদ্দের ৭৬.৩৯ শতাংশ টাকা খরচই করে উঠতে পারেনি রাজ্যগুলি। যেখানে জাতীয় স্তরের খরচ হয়েছে মাত্র ২৩.৬১ শতাংশ টাকা। সেখানে বাংলায় ৪৫.৯৪ শতাংশ টাকা খরচ করে প্রকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। নয়া দিল্লির তরফে প্রকাশিত রিপোর্টেই প্রকাশ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচের নিরিখে ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মমতার বাংলা।

গেরুয়া শিবির থেকে তো বটেই কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকারের তরফেও দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করা হচ্ছে, বাংলাকে টাকা দিলে রাজ্য প্রশাসন তা নির্দিষ্ট সময়ে খরচ করতে পারে না। ফলে ইচ্ছা থাকলেও রাজ্যের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে পারে না কেন্দ্র। কিন্তু এই দাবি যে একেবারে ভুল তা প্রমাণ করে দিচ্ছে কেন্দ্রেরই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচ নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে। তাতে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে গ্রামীণ এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচের নিরিখে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে মোদি সরকার। জাতীয় স্তরের তুলনায় এই ক্ষেত্রে অনেকগুণ এগিয়ে বাংলা। এ রাজ্যের ১০০ দিনের কাজ, আবাস প্রকল্প ও সড়ক যোজনার মতো গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের বহু কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কিন্তু, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা আটকানো সম্ভব হয়নি মোদি সরকারের পক্ষে। প্রতি অর্থবর্ষের মতো কেন্দ্রের রিপোর্ট এই কথাও বলছে, দেশের প্রতিটি রাজ্য গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের টাকা পেলেও, বাংলার থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, অসম, ওড়িশা, ত্রিপুরা, বিহার, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের মতো একাধিক ডাবল ইঞ্জিন এবং মোদি সরকারের শরিক রাজ্যগুলি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জাতীয় স্তরের থেকেও কী ভাবে এগিয়ে থাকলো বাংলা? এই বিষয়ে নবান্নের আধিকারিকদের দাবি, শুধু টাকা খরচের বিষয়টিই নয়, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় গৃহীত প্রকল্পগুলিও নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে মুখ্যমন্ত্রী বার বার জোর দিয়েছেন। রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর একাধিকবার রাজ্যের প্রতিটি জেলার সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছে। যে সমস্ত জেলার টাকা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে, সেই সব জেলাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। চাপ দেওয়া হয়েছে দ্রুত কাজ শেষ করতে। তাতে কাজও হয়েছে। একইসঙ্গে এই প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে যাতে কোনও ভাবেই দুর্নীতি বাসা না বাঁধে তার জন্য নবান্ন থেকে নজরদারি চালানো হয়েছে ওই সব জেলার কাজে। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম কিস্তির টাকা পেতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আগের টাকা খরচ না-হওয়ায়, অনেক রাজ্য এখনও তা করতে পারেনি।

পরিবেশ বান্ধব রাখির মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে উৎসাহ প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় সর্বপ্রথম রাখির মধ্য দিয়ে সকলকে এক করার জন্য সম্প্রীতির বার্তা দিতে রাখি বন্ধন উৎসব চালু করেছিলেন। তাঁর দেখানো পথে দিনদিন রাখি বন্ধন উৎসবের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সময়ে প্লাস্টিকের রঙিন রাখি যেভাবে বাজারে জায়গা করে নিয়েছে। হাতে তৈরি রাখি সেভাবে আর দেখা যায় না। এই বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে তুলে ধরার জন্য হাতে বানানো রাখির ব্যবস্থা করেছেন। সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব রাখি ধান পাটের দড়ি ও কাগজ দিয়ে এই রাখি বানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই দিনটিকে সংস্কৃতি দিবস হিসাবে পালন করা হয় রাজ্যজুড়ে। তাই পশ্চিমবঙ্গের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পরিকল্পনা মত এই রাখী জেলার বিভিন্ন ব্লকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তেমনই সাঁকরাইল ব্লক যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয় আন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে। সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ মোহম্মদ সিদ্দিক বলেন, 'সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ যে সমস্ত আমাদের বোনেরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত সামাজিক মূল স্রোতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য রাজ্য সরকার এটি উদ্যোগ।' পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবনা, রাখিতে ধান এবং পাটের ব্যবহার করা হয়েছে। ধান শস্য যা আমরা খেয়ে বেঁচে থাকি এবং পাট একটা বড় শিল্প, তিনি আবার এই রাখির মাধ্যম দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।' স্বনির্ভর গোষ্ঠীর গ্রুপের মহিলাদের দিয়ে রাখি তৈরির এই ভাবনা আর এই রাখি বাংলার সকল সম্প্রদায় এবং সকল মানুষের কাছে চলে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এবং সাদরে গ্রহণ করেছেন সকলেই। সাঁকরাইল ব্লকের এই রাখি বন্ধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রিয়া পাল, জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি অজয় ভট্টাচার্য, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোনালী দাস , পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অরুপেশ ভট্টাচার্য, আন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তানজিলা তরফদার,সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

'জাস্টিস ফর আরজি কর' কালো রাখি বেঁধে অভিনব প্রতিবাদ হাওড়াতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত মহিলা চিকিৎসকের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদ রাজ্যজুড়ে চলছে। সোমবার রাখি বন্ধনের দিনে হাওড়ার শিবপুর এলাকার বিই কলেজের গেটের সামনে স্থানীয় মহিলারা কালো রাখি পরিয়ে অভিনব প্রতিবাদ জানান। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার দশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ওই নিগৃহতা চিকিৎসক এখনও সুবিচার পেল না। প্রশাসন এখনও প্রকৃত দোষীদের সণাক্ত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারল না। তাই রাখি বন্ধনের দিনে কালো রাখি পড়িয়ে এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ ও সমাজকে তারা বার্তা দিতে চাইছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপ্সিতা রায় অভিযোগ করে বলেন, ' ঘটনার দশ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও আমরা সমাজের সামনে বলতে পারছি না যে স্পষ্টভাবে আমরা ওই মেয়েটার জন্য সুবিচার পেয়েছি। তাই আজকের দিনে এই কালো রঙের রাখি দিয়ে প্রতিবাদের বার্তা দিতে চাইছি। আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে নারী সুরক্ষার দাবি জানাচ্ছি। সমাজে এই ধরণের ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন কেন চুপ থাকে। এই চিকিৎসক যে যন্ত্রনা পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তার সুবিচার চাইছি।' স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে এই কালো রাখি পড়িয়ে যাতে এলাকার মহিলারা তাদের সুরক্ষা ও সম্মান পায় তারই বার্তা দিচ্ছেন শিবপুরের স্থানীয় মহিলা বাসিন্দারা।

এবার মহিলারা রাস্তা দখল করো স্লোগানে কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল থেকে লেক গার্ডেন্স পর্যন্ত মিছিল করল চিকিৎসক পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

রাখি বন্ধন উৎসবে হিউম্যান চেন তৈরি করে মানবিকতার মেলবন্ধনের বার্তা যাদবপুর এইট বি বাস স্ট্যান্ডে।

খরিপ মরশুমে ধান সংগ্রহ শেষ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাদ্য দফতর নির্ধারিত সময়ের আগেই রাইস মিলগুলির কাছ থেকে খরিপ মরশুমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৯০ শতাংশ ধান সংগ্রহের কাজ শেষ করেছে। এখনও পর্যন্ত চলতি খরিপ মরশুমে প্রায় সাড়ে ৫১ লক্ষ টন ধান চাষিদের কাছ থেকে সরকারি উদ্যোগে কেনা হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ৫১ লক্ষ টন ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য মিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাল সবগুলো হয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে খাদ্য দফতর সম্প্রতি জেলার আধিকারিকদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সেব মাধ্যমে বৈঠক করে। সেখানে পেশ করা রিপোর্টে জানানো হয়েছে, রাইস মিলগুলিতে পাঠানো মোট ধানের ৮৯ শতাংশ চাল হয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের ঘরে চলে এসেছে। বীরভূম ছাড়া সব জেলাতেই ৮০ শতাংশের বেশি চাল পাওয়া গিয়েছে। তবে কয়েকটি জেলাতে চাল পাওয়ার পরিমাণ কিছুটা কম আছে। ওই জেলাগুলিকে বকেয়া চাল দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যে রাইস মিলগুলির কাছ থেকে এখনও বেশি পরিমাণে চাল বকেয়া আছে তাদের তালিকা প্রকাশ করে আদায়ে জোর দিয়েছে খাদ্য দফতর আগস্ট মাসের মধ্যে বকেয়া চাল পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য মিলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সরকারি উদ্যোগে চাষিদের কাছ থেকে যে ধান কেনা হয় তা থেকে চাল উৎপাদনের জন্য নথিভুক্ত রাইস মিলগুলিতে পাঠানো হয়। মিলগুলি চাল উৎপাদন করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ওই চাল রেশন দোকান, মিড ডে মিল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। রাইস মিলগুলির কাছ থেকে চাল পাওয়ার ক্ষেত্রে আগে অনেক সমস্যা হতো। বকেয়া চাল আদায়ের জন্য পুলিশে অভিযোগ জানাতে হয়েছে খাদ্য দপ্তরকে। পুলিস রাইস মিল মালিককে গ্রেপ্তার করে ফৌজদারি মামলা করলেও চাল মিলত না। এতে আর্থিক ক্ষতি হতো সরকারের। কিন্তু খাদ্য দপ্তর বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে গত কয়েক বছর ধরে প্রাপ্য চালের পুরোটা ই পেয়ে যাচ্ছে খাদ্য দপ্তর।

চাল না দিলে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বাবদ জমা রাখা মোটা টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ওই মিলগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। এই সমস্ত কঠোর পদক্ষেপ এর ফলেই চাল সংগ্রহের কাজে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে বলে খাদ্য কর্তাদের অনুমান।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ অগস্ট ২০২৪ ৩ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার

নিশ্চিত সুরক্ষা না মেলায় রাস্তাতেই আউটডোর পরিষেবার সিদ্ধান্ত প্রতিবাদী চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে এবার অভিনব প্রতিবাদ চিকিৎসকদের। সিদ্ধান্ত নিলেন রাস্তাতেই আউটডোর চিকিৎসা করবেন তাঁরা। কেন্দ্রের কাছে রাখা দাবি পূরণ নিয়ে এখনও সদর্থক উত্তর না মেলাতেই এই আন্দোলনের পথে চিকিৎসকরা। অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স এবং দিল্লির অন্যান্য হাসপাতালের রেসিডেন্ট চিকিৎসকরা কলকাতার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদেই স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বাইরে বসেই ওপিডি রোগী দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর চিকিৎসকদের এই পদক্ষেপ থেকেই স্পষ্ট, সুরক্ষা নিশ্চিত করার যে আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন প্রতিবাদী চিকিৎসকরা। এদিকে, রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দেওয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাস্তায় ওপিডি পরিষেবা দিয়েই প্রতিবাদ করবেন চিকিৎসকরা। দিল্লির নির্মাণ ভবন, যা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অফিস, তার বাইরে বসেই ১৯ অগাস্ট থেকে রাস্তায় রোগী দেখা হবে।

প্রতিবাদী চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাদের দাবি পূরণ না হওয়াতেই কর্মবিরতি জারি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পড়াশোনা থেকে ইলেকটিভ ওপিডি, ওয়ার্ড ও ওটি বন্ধ থাকবে। আইসিইউ, এমার্জেন্সি ওটি বন্ধ রাখারও কথা

জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তবে জরুরি পরিষেবা আগের মতোই চালু থাকবে হাসপাতালে। চিকিৎসকদের দাবি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রের কাছে বিশেষ অর্ডিন্যান্স আনার দাবি জানিয়েছেন চিকিৎসকরা, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

এদিকে কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যেখানে রাজ্য সরকারও স্টেকহোল্ডার হিসাবে থাকবে এবং চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরামর্শ দেবে।

সন্দীপের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি
পলিগ্রাফ টেস্টের সিদ্ধান্ত সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। আর সেই কারণেই পলিগ্রাফ টেস্ট করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সিবিআই। এখনও বেশ কিছু তথ্য অধরা, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। সিবিআই সূত্রে খবর, এ বিষয়ে প্রথমে বৈঠক করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল, তারপরেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে।

সন্দীপের একাধিক তথ্যে অসঙ্গতি। নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত তথ্য বা বয়ান রেকর্ড করা হয়েছিল, সেই বয়ানের সঙ্গে সন্দীপ ঘোষের যে বয়ান নেওয়া হয়েছিল, তার তথ্যে বিশদ অমিল রয়েছে। নতুন করে সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য বা বয়ান রেকর্ড করেছে সিবিআই। সেই সমস্ত বয়ান রেকর্ড করার জন্যই সোদপুরের নির্যাতিতার বাড়িতে এদিন যায় সিবিআই টিম।

সিবিআই সূত্রে খবর, গোটা জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে নির্যাতিতার পরিবারের বয়ানের ভিত্তিতে সন্দীপ ঘোষের বয়ান রেকর্ড করা হবে এবং মিলিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি যে সমস্ত তথ্য এখনও অধরা বা অমিল, সেই সমস্ত তথ্য আবারও খতিয়ে দেখা হবে।

এদিকে, আরজিকরে সেমিনার রুমে পরপর দু'দিন থ্রিডি স্ক্যানিং করেছে সিবিআই। সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলে একাধিক পায়ের ছাপ, হাতের ছাপ রয়েছে। কিন্তু, প্লেস অফ অকারেন্স অর্থাৎ ঘটনাস্থলে থ্রিডি স্ক্যানিং করে তদন্তকারীরা অনেকটাই হতাশ বলে জানা গিয়েছে। কারণ এই থ্রিডি স্ক্যানিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র তুলে আনেন তদন্তকারীরা। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে এত বেশি হাতের-পায়ের ছাপ রয়েছে যে সেখানে থেকে সূক্ষ্ম তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। কলকাতা পুলিশের তরফে আগে যে তথ্য দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ সকাল সাড়ে ন'টায় প্রথম এই দেহ দেখতে পাওয়া যায়, তারপর পুলিশের কাছে খবর যায়। তার মাঝের সময়ে এত জন ওই হলে ঢুকেছেন, তাতে প্রমাণ সংগ্রহ করতে অসুবিধা হচ্ছে তদন্তকারীদের। কোনটা অভিযুক্তের হাত-পায়ের ছাপ, সেটা খোঁজা কার্যত খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতনই।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মিছিল থেকে গ্রেপ্তার ২ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দুপুরে ঘোষণা করা হয়েছিল, রবিবার ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি বাতিল করা হয়েছে। তারপরে নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে শহর কলকাতা। আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে এক হয়েছেন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকেরা। কিন্তু অভিযোগ সেখানেও শুরু হয় লাঠিচার্জ, ধরপাকড়। এবার পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়, দুই প্রধান ফুটবল ক্লাবের শান্তিপূর্ণ জমায়েতে অস্ত্র-বোমা নিয়ে অশান্তির ছক কষা হয়েছিল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সমর্থকদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ-জমায়েতে অস্ত্র-বোমা নিয়ে অশান্তির ছক কষেছিল কিছু দুষ্কৃতীরা। উদ্দেশ্য ছিল, সমর্থকদের বদনাম করা। গোপন সূত্রে এ বিষয়ে কিছু অডিও-রেকর্ডিং পুলিশের হাতে আসে। যার ভিত্তিতে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা

হল মানিকতলার বাগমারির রাকেশ পাল এবং ব্যারাকপুরের শেখ সলমন। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে অশান্ত করার চেষ্টার জন্যই পুলিশ এই পদক্ষেপ করেছে বলে জানানো হয়েছে।

'ডার্বি বাতিল করলে কর, জাস্টিস ফর আরজি কর' এই ব্যানারে রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ হাওড়ার কদমতলা এলাকায় মিছিল করেন দুই ব্যানারের সমর্থকরা। কদমতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে পাওয়ার হাউস মোড় পর্যন্ত হয় সেই মিছিল। যুবভারতী মিছিলেই অশান্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা করে পুলিশ আগে থেকে পদক্ষেপ করে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুবভারতী সংলগ্ন এলাকায় বিকাল ৪টে থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বিএনএসএস ১৬৩ ধারা জারি করা হয়।

লক্ষ্মীভান্ডার নেওয়ার আগে একবার ভাববেন নিজের লক্ষ্মী সুরক্ষিত কিনা, প্রশ্ন নির্যাতিতার মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বঙ্গে আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। অথচ সিভিক সঞ্জয় রায় ছাড়া এই ঘটনায় জড়িত আর কেউ এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি। দোষীরা ধরা না পড়ায় হতাশায় ভেঙে পড়ছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। সোমবার দেশবাসী তথা রাজ্যবাসীর কাছে নির্যাতিতার মায়ের আবেদন, যারা কন্যাশ্রী প্রকল্প কিংবা লক্ষ্মী ভান্ডারের সুবিধা নিচ্ছেন। তারা সেই সুবিধা নেওয়ার আগে একবার অন্তত ভাবুন, তাদের ঘরের লক্ষ্মী সুরক্ষিত কিনা।এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সেমিনার রুমে মেয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়েছিল। মেয়ের দেহ নগ্ন অবস্থায় পড়েছিল। তা সত্ত্বেও একজন ফোন করে বলেছিল, তাঁদের মেয়ে নাকি আত্মহত্যা করেছে। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, প্রমাণ লোপাট করার জন্যই ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা তাঁদের মেয়ের দেহ দেখতে দিতে টালবাহানা করছিল পুলিশ। তাঁর দাবি, এতবড় একটা ঘটনাকে

সেমিনার রুমে মেয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়েছিল। মেয়ের দেহ নগ্ন অবস্থায় পড়েছিল। তা সত্ত্বেও একজন ফোন করে বলেছিল, তাঁদের মেয়ে নাকি আত্মহত্যা করেছে।

'সুইসাইড' বলে চালাতে চাইছিল পুলিশ ও গোটা চেস্ট ডিপার্টমেন্ট। আসলে কিছু আড়াল করার চেষ্টা চলছিল। এদিন একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন নির্যাতিতার বাবাও। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, নির্যাতিতার বিচার চেয়ে উনি রাস্তায় নামছেন। উনি আবার আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আসলে উনি দ্বিচারিতা করছেন। বাংলার জনগনকে তাহলে উনি কি ভয় পাচ্ছেন, প্রশ্ন নির্যাতিতার বাবার। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, যারা মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছেন।

ঝাড়গ্রামের হস্তিনী হত্যার ঘটনায় শাসকদলকে বিঁধলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মহিলাদের নিরাপত্তার কথা ছাড়ুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদক্ষ প্রশাসন একটি হাতিকেও রক্ষা করতে পারে না, তাও ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও।' ঝাড়গ্রামে হস্তিনী হত্যার ঘনটায় এমনটাই কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট করতে দেখা গেল বিরোধী দলনেতাকে।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ বলছে, পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগের কর্মীদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে লোহার রড জ্বালিয়ে একটি গর্ভবতী হাতিকে 'হুলা পার্টি' দ্বারা হত্যা করা হয়। এই মার্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার। এদিকে ২০১৮ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রেরণা সিং বিন্দ্রা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায়, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হাতিদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আগুনের বল এবং স্পাইক ব্যবহারের বিষয়ে বেশ কয়েকটি বিধি নিষেধের নির্দেশ দেয়। যেখানে সব ধরনের স্পাইকের কথা সম্পর্কে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল এধরনের কোনও কিছুর ব্যবহার হয় না এবং ব্যবহার করা হবে না। আর এখানেই বিরোধী দলনেতার বক্তব্য হল, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতিও রাখতে পারেন না।' একইসঙ্গে এও জানানো হয়, ঝাড়গ্রামে হাতির এই হত্যা শুধু মর্মান্তিকই নয়, সুপ্রিম কোর্টের আদেশের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পোস্ট, গ্রেপ্তার এক কলেজ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার এক কলেজ ছাত্রী। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম কীর্তি শর্মা। বছর তেইশের ওই তরুণী বিকমের ছাত্রী। লেকটাউন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে তালতলা থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ধারা ৭২ অপরাধের শিক্ষার ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ, ৭৯ নারীর শালীনতাকে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে কথা, ২৪০ সংগঠিত অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়া, ৩৫১(২) মৃত ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করায় ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন, ৩৫৩ ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম-সহ মিথ্যা তথ্য গুজব প্রতিবেদন তৈরি করে প্রকাশ করা, ৩৫২ শান্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান ৩৫৬ (২) মানহানি করা একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রবিবারই একই কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারের এক যুবককে। জানা গিয়েছে, এই যুবক আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার বাসিন্দা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জংশন ফাঁড়িতে অভিযোগ করা হয়। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পরচা পেতে অনলাইনে বাংলা ভাষায় আবেদনের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি কেনার পর তার পরচা নিজের নামে করানোর জন্য এবার থেকে অনলাইনে বাংলা ভাষায় আবেদন করা যাবে। এর ফলে গ্রাম বাংলায় বহু মানুষ উপকৃত হবেন। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য অনলাইনে পরচার আবেদন জানানোর প্রক্রিয়া শুরু হলেও আবেদনের মাধ্যম এখনো ইংরেজি। ফলে গ্রামীন এলাকার মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মধ্য সত্যভোগী ও দালালেরা এর সুযোগ নিচ্ছে। এবার এই সমস্যা দূর করতে বাংলা ভাষায় পরচার আবেদন জানানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সূত্রে জানা গেছে। বাংলা ছাড়াও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষাতেও এই সুবিধা আনার ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে প্রশাসন।

এখন মিউটেশন, জমির চরিত্র বদল, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আবেদন সবই ভূমি সংস্কার দফতরার নিজস্ব পোর্টাল বাংলার ভূমি মারফত অনলাইনে করা যায়। অনলাইনে যে কোনও আবেদন জমা করার পর এসএমএস-এর মাধ্যমে তার প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়। তবে এখন তা আসে ইংরেজিতে। আগামী দিনে এই এসএমএস বাংলায় পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, যে কোনও দপ্তরে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক মহলের মতে, স্বচ্ছতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ই-পরিষেবা একটি বড় হাতিয়ার। অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া যত বেশি সহজ করা যাবে, ততই উপকার পাবেন সাধারণ মানুষ। আবেদনকারী নিজের নাম, অভিভাবকের নাম, ঠিকানা সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবার যাতে সরাসরি বাংলা ভাষায় লিখতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই করতে চলেছে সরকার।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের তথ্য তালাশ চেয়ে পাঠাল লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের জের। এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের তথ্য তালাশে লালবাজার। এমনটা যে ঘটবে তা আগেই আঁচ করা হয়েছিল। ঘটলও তাই। এবার লালবাজার থেকে থানা এবং ট্রাফিক গার্ডের কাছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হল বলে খবর। কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের অতীতে তাঁদের কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই এবং কাজে যোগ দেওয়ার পরে তাঁদের কাজের মূল্যায়ণ কী, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। কারণ, সিভিকরা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেই থাকেন এমন ঘটনা বারংবার ঘটছে এই কলকাতার বুকে। আমজনতাকে মিথ্যেবাদী সাজাতেও জুড়ি মেলা ভার এঁদের। আর এদের কথা ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকেরাও অন্ধের মতোই বিশ্বাস করেন। না করেও উপায় নেই। কারণ, এইসব ঊর্ধ্বতনদের ফাইফরমাশ খেটে দেন এই সিভিকরাই। এমনকী নানা জায়গা থেকে তোলার কাজও করেন এই সিভিকরাই। সেই টাকাই যায় ঊর্ধ্বতনদের পকেটে। আর এরই জেরে এক অদ্ভুত স্বাধীনতাও হাতে আসে সিভিকদের। এবার হয়তো সেখানে দাঁড়ি পড়তে চলেছে।

প্রসঙ্গত, আরজি করকাণ্ডে অভিযুক্ত হিসাবে উঠে এসেছে যাঁর নাম, যাঁকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে, তিনিও সিভিক ভলান্টিয়ার। পুলিশমহলে তাঁর অবাধ যাতায়াত। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি বহু মানুষকে প্রতারণা করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

পড়ুয়া-চিকিৎসককে নিগ্রহ এবং খুনের ঘটনায় এখনও তিনিই মূল অভিযুক্ত বলে কলকাতা পুলিশের তদন্তে চিহ্নিত। এই ঘটনা সামনে আসতেই উঠে আসতে শুরু করেছে তাঁর পুরনো একাধিক অপরাধের কথা। এই আবহে এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিস্তারিত জানতে চায় লালবাজার। নবান্নের নির্দেশেই কলকাতা পুলিশ তার থানাগুলির সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

আরজি কর ইস্যুকে সামনে রেখে জঙ্গলমহলে জমি ফিরে পেতে মরিয়া মাওবাদীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যখন রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন চলছে, তখন সেই সব আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই জঙ্গলমহলে মাটি ফিরে পেতে তৎপর হয়ে উঠেছে মাওবাদীরা। এই মর্মেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে। নবান্ন সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে। সেই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা মাওবাদীদের বেশ কয়েকটি ইউনিট নতুন করে জঙ্গলমহলে পা রাখার ছক কষছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম রাজ্যের এই ৪ জেলাতে তাঁরা ফের সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় যে জমি মাওবাদীরা জঙ্গলমহলে হারিয়েছে সেই জমি ফিরে পেতে এরা এখন নতুন করে তৎপরতা শুরু করেছে। তাঁদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে আরজি কর কাণ্ডকে ঘিরে রাজ্যের নানা প্রান্তে শুরু হওয়া আন্দোলন।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, লোকসভা ভোটের আগে থেকেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের সীমানা ঘেঁষা দুর্গম এলাকাগুলিতে মাওবাদীদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর জি কাণ্ডের জেরে এখনও পর্যন্ত যত আন্দোলন হচ্ছে তার সবটাই হচ্ছে কলকাতার বুকে। বাকি রাজ্যের হাতেগোনা কিছু শহরে সেই আন্দোলনের টুকরো টুকরো ছবি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে গ্রাম বাংলা এখনও শান্ত আছে। সেখানে আন্দোলনের ছিটেটুকুও দেখা যাচ্ছে না। জেলার শহর থেকে গ্রামেও আন্দোলনের কোনও রেশ নেই। আর এই শূন্যতা পূরণেই মাঠে নামতে চাইছে মাওবাদীরা। যে মমতার প্রশাসন জঙ্গলমহল থেকে মাওবাদীদের উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছে, সেই

মমতার সরকারকে উৎখাত করতে এখন আর জি কর কাণ্ডকে হাতিয়ার করতে চাইছে মাওবাদীরা। শহরের আন্দোলনকে তাঁরা ছড়িয়ে দিতে চাইছে জঙ্গলমহল ও আশেপাশের জেলাগুলির গ্রামগঞ্জেও। আর সেই বার্তা পেয়েই রাজ্য পুলিশ প্রশাসনও জঙ্গলমহলের ৪টি জেলার সব থানাকেই সতর্ক করে দিয়েছে। এলাকায় কড়া নজর রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

একসময় মাওবাদীদের গুলির শব্দে জঙ্গলমহলবাসীর ঘুম ভাঙত। যৌথবাহিনীর ভারী বুটের আওয়াজ শুনে বাসিন্দারা ঘুমাতে যেতেন। বাম আমলের শেষ দিকে প্রায় প্রতিদিনই জঙ্গলমহলের কোনও না কোনও থানা এলাকা থেকে মাওবাদী হানার খবর পাওয়া যেত। সেইসময় মূলত বাম নেতাকর্মীদের মাওবাদীরা 'টার্গেট' করত। তৃণমূল জমানায় জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরেছে। বর্তমান সরকারের আমলে জঙ্গলমহলের প্রতিটি কোণা উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে। বহু মাওবাদী নেতাকর্মী প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করে পুনর্বাসনের সুবিধা নিয়েছেন। জঙ্গলের ডেরা থেকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে হোমগার্ডে চাকরি করছেন। তবে এখনও জঙ্গলমহলের বহু জায়গায় মাওবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী অনেকে রয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে মদত ও স্থানীয়দের সমর্থন পেলেই ফের তারা সক্রিয় হয়ে উঠবেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনীর দাবি, বাম আমলের শেষ দিকের মতো সরকার তথা পুলিশ বিরোধী যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল এখন আরজি কর কাণ্ডকে হাতিয়ার করে সেই একই ধরনের পরিস্থিতি জঙ্গলমহলের বুকে তৈরি করতে চাইছে মাওবাদীরা।

পাশে থাকার বার্তা দিয়ে রাখি বন্ধন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'তোমাদের ভালো রাখিতে, বাঁধি হাত রাখিতে'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। ব্যারাকপুর এইচ আর এস ভবনে এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসবের সূচনা করেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। হাজির ছিলেন পুলিশ কমিশনারের সহধর্মিনী কৃত্তিকা রাজোরিয়া-সহ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ব্যারাকপুর অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে পড়ুয়ারাও রাখি বন্ধন উৎসবে সমবেত হয়েছিলেন। পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি তারা জনসংযোগে আরও বেশি

জোর দেবেন। মহিলাদের নিরাপত্তায় তাঁরা বিশেষ নজর দেবেন। এমনকি মহিলাদের সুরক্ষায় তাঁরা একটি হেল্পলাইন নাম্বারও চালু করবেন।

সম্পাদকীয়

সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনেকে পুলিশের হয়েই বিরাজ করে

যে কোনও অন্যায় বা অপরাধ ঘটলে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে অপরাধীর পরিচয় গোপন করার একটা প্রাথমিক চেষ্টা দেখা যায়। আর অপরাধীর সঙ্গে যদি পুলিশের সংযোগ থাকে, তা হলে তো কথাই নেই! এটা আবার আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সাম্প্রতিক আর জি করের ঘটনায়। ধৃত সঞ্জয় রায় কর্মসূত্রে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার। তার একাধিক কীর্তিকলাপ জানা যাচ্ছে। এক জন সিভিক ভলান্টিয়ার হয়েও 'আমিই পুলিশ' বলে চমকানো ছাড়াও মহিলাদের উত্ত্যক্ত করা, মহিলা পুলিশকর্মীদেরও উত্ত্যক্ত করা, পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলা, অবাধে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে যাতায়াত করা, প্রভাবশালী কর্তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে পুলিশ কর্তাদের সমীহ আদায় করে চলা, এ সবই জানা কথা। যে কোনও সরকারি হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করানোর ক্ষমতা রাখে সে, এবং সেই দাপটেই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার অবাধ যাতায়াত। এখানে একটাই প্রশ্ন, এ-হেন কীর্তিমান সিভিক ভলান্টিয়ারের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে পুলিশের কেউই কিছু জানত না? না কি উপরমহলের কোনও প্রভাব কাজ করত। পুলিশ শুরুতে এটি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কেন? ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখলে বোঝা যায় না, সেটি আত্মহত্যা না খুন! অপরাধী 'পুলিশ' বলে কি? চিকিৎসক মহল সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রী মেধাবী, নম্র, শান্ত স্বভাবের মেয়ে। এই ধরনের এক জন সম্ভাবনাময় চিকিৎসকের সঙ্গে সরকারি হাসপাতালেই যদি এই পরিণতি হয়, তা হলে বাকি সমাজের নিরাপত্তা কোথায়? প্রসঙ্গত, সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনেকে পুলিশ মহলে দলের প্রতিনিধি হয়েই বিরাজ করে। 'দাদার লোক' এই তকমা পাওয়ার জন্যই ধৃত সঞ্জয় রায় উর্দি পরত না, নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে পুলিশের ব্যারাকে থেকে সরকারের দেওয়া বাইক ব্যবহার করত। এ কেমন সিভিক ভলান্টিয়ার? এই প্রশ্নটি উঠবে না? সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনেকে চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'পুলিশ' স্টিকার সাঁটা বাইকে এলাকা টহল দেয়, সমীহ আদায়ের চেষ্টা করে। এটা আর কত দিন চলবে? তাদের গতিবিধির উপরেও নজরদারি দরকার; এ বিষয়ে পুলিশ মহলের বোধোদয় কি ঘটবে না?

শব্দবাণ-২১

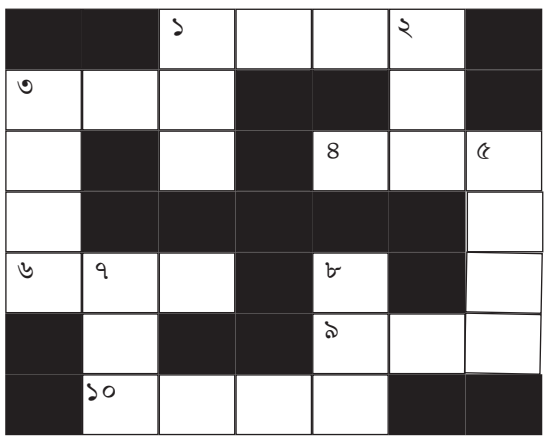

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সমাজচ্যুত ৩. অভিনয়যোগ্য রচনা ৪. মন, চিত্ত ৬. হত্যা ৯. কবল, ফাঁদ ১০. পরিণাম।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিঃসঙ্গ ২.বন্ধক, বাঁধা ৩. যশ ও প্রতিপত্তি ৫. বিশদ ৭.পাশ, প্রান্ত ৮.অধিকার।

সমাধান: শব্দবাণ-২০

পাশাপাশি: ২. অধিনায়ক ৫. মঠ ৬. শুদ্ধি ৭. যেসে ৮. সোজা ১০. লওয়াজিম।

উপর-নীচ: ১. দায় ২. অংশুজাল ৩. নাট্য ৪. কমসেকম ৯. হায়া ১১. ওল।

জন্মদিন

আজকের দিন

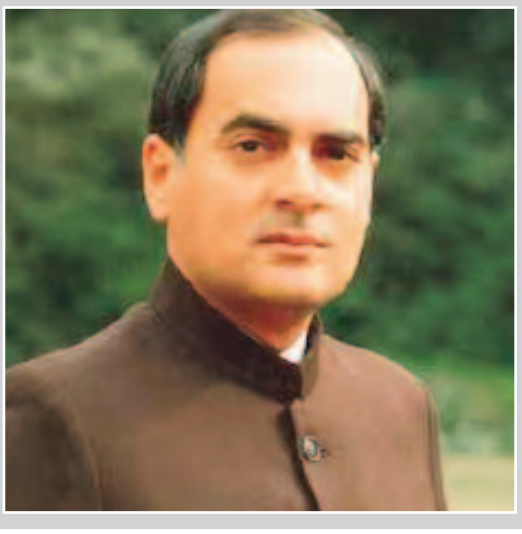

রাজীব গান্ধি

১৮৯৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের জন্মদিন।*
১৯১৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবরাজ আর্সের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জন্মদিন।*

কবে সৃষ্টিকর্তাদের সম্মান দেওয়া হবে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি ক্রিয়েটারদের কথা। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় যে কোনো সৃষ্টিমুলক কাজে কোনো না কোনোভাবে অন্য অনেকে খ্যাতি নিয়ে চলে যান । হ্যাঁ, ক্রিয়েটার তেমন খ্যাতি পান না। সে শিল্পের যে কোনো মাধ্যম হোক না কেনো। আমরা দেখেছি নাচ, গান,অভিনয় ও নানা গণ ও লোক মাধ্যমে যারা কোন কাজের মূল সৃষ্টিকর্তা, তারা তেমন গুরুত্ব পান না। কেন পান না জানি না কিন্তু এটা কাল পরম্পরা ধরে চলে আসছে। আমরা এমন অনেক সৃষ্টিকর্ম দেখতে পায় যা কিনা অমর সৃষ্টি। তবুও দেখা যায় অনেকে মূল সৃষ্টিকর্তাকে তেমন চেনেন না। এক্ষেত্রে চেনা বলতে নাম অবধি না শোনার কথাও বলছি। আমি এখানে রচয়িতা গীতিকার লেখক তথা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক সহ বিভিন্ন মাধ্যমের মূল সৃষ্টিকর্মের মানুষজনকে বোঝাচ্ছি। এমনটা হওয়ার কিন্তু আমরা কেউ আশা করি না। তবুও নানা কারণে আমরা ভুলে যায় মূল মানুষকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভুলিয়ে রাখা হয়। আমরা জানি যারা সৃষ্টিমূলক কাজে যুক্ত থাকে, তারা এমনিতেই খুব আবেগপ্রবণ হয়। সৃষ্টি তার মূল লক্ষ্য, স্রষ্ঠা সেখানে গৌণ। সে নিজের কাজেই মগ্ন থাকে। নাম প্রতিষ্ঠা নিয়ে তার তেমন মাতামাতি নেই। সরি,অত ভাববার সময়ও নেই।

আমরা যদি লোক সাহিত্যের কথাই ধরি তাহলে দেখব এই শাখাতে নানা মাধ্যম আছে যেখানে রচয়িতার নাম তেমন পাওয়া যায় না। লোকসাহিত্য আমাদের দেশের সম্পদ। বহু পুরনো এই সম্পদ আমাদের অহংকার,আমাদের অলঙ্কার ও বটে। আমরা জানি না কেমনভাবে রূপকথা, উপকথা, ছড়া প্রবাদ, ধাঁধা, লোকগান মানে জারি, সারি, চটকা ভাওয়াইয়া ভটিয়ালি,টুসু, ভাঁদু, ঝুমুর, ছাঁদ পেটানোর গান, নৌকা বাইচের গান, বিয়ের গান সহ বহু রচনা আমরা দেখি তার মূল সৃষ্টি কর্তার নাম তেমন পাই না। কারণ হল প্রথমত যে সময়ে এই সৃষ্ট কর্মগুলো হয়েছিল তখন সৃষ্টিকর্তা এমনভাবে নিজ কর্মে মগ্ন থাকতো যে তার নাম হওয়া না হওয়া নিয়ে তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যেত না। সুতরাং তাদের নাম তেমন লোক জানত না। সম্মান তো অনেক পরের কথা। আবার যেহেতু এগুলি লোকগান বা লোক শিল্প তাই তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তো অতি দ্রুত। মানে এখানে আমি বলতে চাইছি নামহীন শিল্পকর্ম কিভাবে জনপ্রিয়তা পায় তার কথা। মানে, স্রষ্টার নাম সেখানে গৌণ থেকেও জনপ্রিয়তা পাওয়া যায়। আর সৃষ্টিকর্তা এখানে তার সৃষ্টিকর্ম নিয়ে মেতে থাকেন। বাকি কিছুতেই তার তেমন মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু এটা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা গেলেও পরিশীলিত সাহিত্য বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমনটা দেখা যায় না। এখন প্রশ্ন হলো তবে তার প্রকৃত কারণটা কি। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন এর যথার্থ কারণও আছে। কি সেই কারণ চলুন তারই সুলুক সন্ধানে ঘুরে আসি।

আসলে লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির বিষয় বললেই কেনো জানি না' গ্রাম্য' বিষয়টি প্রথমে মাথায় আসে। এমনটা ভাবার যথার্থ কারণও আছে। কেননা একেবারে সৃষ্টির আদি লগ্নে দেখা গেছে লোকসাহিত্য গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে সময় বা কালের চাহিদা অনুযায়ী শহরে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সেটা অনেক পরের কথা। কিন্তু এমনটা হাওয়ার আগের অবস্থা কেমন ছিল আমরা যদি তার ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাবো যে সৃষ্টি কর্মে মগ্ন লোকেরা তেমন নিজের নাম নিয়ে মাতামাতি করতো না। আর এই সুযোগটাই নিয়ে থাকে অন্য তার আবেশে জড়িয়ে থাকা মানুষজন। আর এর আরেকটা বড় কারণ হলো এই সৃষ্টিকর্মের মানুষেরা বেশি লেখাপড়াও জানত না। তাই তাদের বেশি চাওয়া পাওয়ার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু পরিশীলিত সৃষ্ট কর্মে এমনটা হয় না। কারণ তারা অনেকাংশেই শিক্ষিত মানুষজন। আধুনিক কৌশলটা তাদের জানা। আর অনেকটা পরেও এসেছে লোকোকৃষ্টির থেকে। তাই তাদের ভাবনাটা শুধুমাত্র সৃষ্ট কর্মে জড়িয়ে নেয়, অনেকটা নামের সাথেও জড়িত। মনে করি সেটা হোয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এও বলা যায় যে পরিশীলিত সৃষ্টি কর্ম ছোটে নামের পেছনে। অধিকাংশেই দেখা যায় বিনা নাম ব্যতীত কিছুতেই সৃষ্টি কর্ম সাকসেস হতে দেন না অনেক শিল্পী। কিন্তু এদের মধ্যেও দেখা যায় যে, যারা নাকি ক্রিয়েটার তারা তেমন গুরুত্ব পান না। ধরা যাক একটা খুব প্রপুলার গানের কথা। কে সেই গানের মূল রচয়িতা তার সন্ধান আপনি পাবেন না। গানটি সুরে, আবহে ফাটাফাটি হলেও দেখা গেল তার আসল রচয়িতা কোনো নাম বা প্রতিষ্ঠা তেমন পেলেন না। এককথায় সে ব্রাত্য ই থেকে গেলেন। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্মী লাভ তো অনেকটায় অতলে। চিরকাল এমনটাই ঘটে এসেছে। কেনো এমন হয় তা জানতে গেলে অনেক কিছু জড়িয়ে পড়বে। শিল্পী মাত্র খুব অন্তর্মুখী হবে সেটাই স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রে সেটাকেই অনেকে কাজে লাগান। আমরা সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বানিজ্য সর্বত্র তা দেখে আসছি। এই যে সামনে আসছে দুর্গা পুজা। সেখানে আসল শিল্পীকে হয়তো অনেকেই খুঁজেই পাবেন না। আলো, কি প্যান্ডেল, কি ঠাকুর গড়া থেকে শুরু করে অনেক কিছুতেই যারা ক্রিয়েটিভ লোক তারা আড়লেই থাকেন। ভুল বললাম। আড়ালে রাখা হয়। এই ধরুন না যারা থিম করেন তারা কি কম জ্ঞানী মানুষ! অথচ অতটা গুরুত্ব বা সম্মান কোথায় তেমন পান? হোক না তা সমবেত বা বেষ্টির কাজ। দেখাগেলো সেখানের কোনো এম.পি বা এম এল সেই পুজো ঘিরে মারাত্বক নাম করে বসলো। অনেকেই বলবেন সেটাই তো হাওয়ার কথা। যতই হোক তিনিই তো অনেকটা পয়সা ও অন্যান্য সোর্স যোগাচ্ছেন। তাই তার নাম ডাক হাওয়া স্বাভাবিক। মানছি সে কথা। কিন্তু ভাবুনতো একটা পুজো ঘিরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা তাদের সেরা কর্মটি দিল তারা কতটা সমাদর পেলো? না, যতটা তাদের প্রাপ্য ততটা পেলো না! আর ওই যে আগেই বললাম যে শিল্পী মাত্রই বেশ অন্তর্মুখী তার উপর যদি যথার্থ পয়সা না পান তো কি করার আছে! অবশ্য তার আনন্দ অন্য জায়গায়। হয়তো সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে যে কতজন তার কর্মের প্রশংসা করছেন। যতই হোক সে শিল্পী তো! সামনে থেকে কিছুই বলতে পারেন না। শিল্পীদের আবেগ আছে কিন্তু কোনো অহংকার থাকলে তো তাদের চলে না। অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পী হতে হয়। আমাদের দুর্গা পুজোকে ধরলে তার সবটা ধরা পড়ে। কারণ এটা বহু মানুষের আনন্দের ক্ষেত্র। সুতরাং একটা পুজো কে ধরলে সবটা বোঝা যায়।

তবে একথা বলা যায় যে আগের তুলনায় এখনকার সময় অনেকেই ফাস্ট। আর এই ফাস্ট সময়ে আমরা দেখছি যে ক্রিয়েটিভ মানুষকে আগের তুলনায় এখন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটা কম কথা নয়। এই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই ডিরেক্টর দেখে মুভি দেখেন।এটা কেনো হলো? সোজা উত্তর ডিরেক্টর যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে বলে। আমি পুজোর কথা আগেই বললাম। কারণ হলো একটা পুজোতে অনেক ধরনের ক্রিয়েটার জড়িত থাকে। একটু বড়ো ভাবে বললে এখন আমরা দেখি অনেকেই আছেন কোন পালের প্রতিমা তা দেখে ঠাকুর দেখতে যান। আজও সাহিত্য নির্ভর মুভি বেশি চলে। অনেকেই গান ভালো লাগে রচয়িতার খোঁজ করেন। অনেকেই ভালো ভাস্কর্য দেখলে আগ্রহ দেখান। খোঁজ করেন এটা কার তৈরি।

এই রকম বহু উদাহরণ আছে। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা বা ক্রিয়েটার যায় বলি না কেন এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি নাম সম্মান পান। এটা ভালো কথা। এটাই হাওয়া উচিত। কিন্তু আজ যুগ সমাজ যতটা ফাস্ট সেই তুলনায় আমাদের দেশে আরেকটু নাম সম্মান আসা করাটা তো কোনো অন্যায় নয়। বিদেশে দেখুন না একটা ক্রিয়েটিভ রাইটারের কত সম্মান, কত নাম, কত টাকা। তুলনাই আমাদের দেশে কিছুই নয়। নাম উল্লেখ না করেই বলছি আমাদের দেশে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডিরেক্টর থেকে শুরু করে অন্যান্য হরেক পেশায় এক ভয়াবহ অচলাবস্থা! নাম কিছুটা হলেও আর্থিক অনিশ্চয়তা লেগেই থাকে। এটা হাওয়া উচিত নয়।

আর সব কিছু বাদ দিলেও শিল্প বাঁচার নিরিখে শিল্পীকে আরেকটু সম্মান সমাদর দেওয়া কি অন্যায়? আসুন না সব ধরনের সৃষ্টিকর্মকে আমরা মায়ের মর্যাদায় দেখি — একটা ভালো চোখ ও মন দিয়ে। কি পারবো না! হৃদয় কি বলছে?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

একটা মৃত্যুর কত প্রশ্ন থেকে যায়

সুবল সরদার

পরিকল্পিত, সংগঠিত অপরাধ আরজি কর-এ। মদ্যপানে মত্ত হয়ে কয়েকজন ডাক্তার মিলে প্রথমে ওই ডাক্তার পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ করে, তারপর খুন করে। ওই খুনে হাত লাগিয়ে ছিল নাকি একজন মহিলা ডাক্তার ভাবা যায়! খুনের পরে তাঁকে আবার ধর্ষণ করে। সিনেমা! না এটা আরজি কর-এর রাতের ঘটনা। পৈশাচিক, নৃশংসতা এত নিষ্ঠুর ছিল যা যে কোনও পৈশাচিক নৃশংসতাকে হার মানায়। তাঁর হাইমেন ভেঙ্গে গেছে। ১৫০ গ্রাম বীর্য পাওয়া গেছে। কলার ভেঙ্গে গেছে। হাত-মুখে ১১৩টা কামড়ের দাগ। চোখ থেকে রক্ত বের হয়েছে। গলা টিপে শ্বাস রোধ করে মৃত্যু সুনিশ্চিত করে। এভাবে খুন করা যায়! হ্যাঁ, কেবল ওই বিকৃত ডাক্তাররা পারে। খুনিদের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে তাঁর গোটা নিথর দেহে। ডাক্তার সেজে সভ্য সমাজে তারা এইভাবে লুকিয়ে থাকে। তাদের জন্যে শুধু একরাশ ঘৃণা উদ্রেক করে। তারপর প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা। অধ্যক্ষ-পুলিশের গট আপ খেলা আত্মহত্যা বলে চালানোর মরিয়া প্রচেষ্টা। সেই সঙ্গে দেখা যায় হীরক রাণীর নাটক। পুলিশ পাহারায় হাসপাতাল ভাঙচুর হয়। তালপাতার সেপাইরা তখন কোথায় লুকিয়ে পড়ে। ওখানে সিসি ক্যামেরা নেই। সেখানে সেক্স র‍্যাকেট-ড্রাগ র‍্যাকেট চলত রাতের অন্ধকারে অবাধে। ডাক্তার পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ ফেল নির্ভর করত ওই অধ্যক্ষ সন্দীপের হাতে। মোটা টাকার বিনিময় হত। আচ্ছা, যে সমস্ত ডাক্তাররা রাতের বেলায় এমন জঘন্য কাজে জড়িত থাকে, মদ্যপানে মত্ত থাকে, নিজের মধ্যে রেষারেষি, দ্বন্দ্বে ব্যস্ত থাকে সেই সমস্ত খুনে ডাক্তাররা কেমন করে সকালে রোগীর পরিষেবা দেয়! তাঁরা তখন কি মানসিক ভাবে সুস্থ থাকে? একটা মৃত্যুর কত প্রশ্ন থেকে যায়। সময় বলবে আগামী দিনে দোষীদের কি শাস্তি হবে। কত মিছিল দেখেছে আমাদের কলকাতা মোমবাতি মিছিল, মৌন মিছিল, অহিংস থেকে সহিংস কত মিছিল! কিন্তু রাতের শহর নারীদের দখলে এমন প্রতিবাদ কলকাতা প্রথম দেখে, মনে হয় ভারতবর্ষে এটা প্রথম। প্রতিবাদে গর্জে উঠুক শহর থেকে গ্রাম, দোষীদের ফাঁসি হোক অবিলম্বে। তবে সবাই চাইছে যোগীর বিচার। যোগীর বিচার যোগীর মতো এনকাউন্টারে মেরে দাও দোষীদের। আমি মনে করি ওদের এনকাউন্টারে নয়, নারীদের হাতে রেপ করে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করুক যেখানে শুধু নিষ্ঠুরতার চিহ্ন আঁকা থাকে যেমন তিলোত্তমার উপর হয়েছিল। নারীশক্তির হাতে ডাক্তাররূপী ওই অসুরদের মৃত্যু হোক, মৃত্যু হোক অশুভ শক্তির। নারী শক্তির জয় হোক।

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়, আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য) তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে — অন্যের চেয়ে, তা তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ-কথা মানো কি না? (বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।)

(শুধু পাণ্ডিত্য, পুঁথিগত বিদ্যা অসার — ভক্তিই সার)

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কি আছে, একজন জিজ্ঞাসা করলে, সাধু খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় ''ওঁ রামঃ'' লেখা রয়েছে, আর কিছুই লেখা নাই!

''গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা', দশবার বলত গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা — হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে ডাক্তার, নার্সদের হাতে রাখি বাঁধলেন থানার ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি করের মহিলা চিকিৎসক হত্যাকাণ্ড সাড়া ফেলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। দিকে দিকে প্রতিবাদ এবং জনগর্জন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকটা আমজনতার একটাই দাবি যাতে এই হত্যাকাণ্ডের একটা ন্যায্য যেন বিচার হয়। এত অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও আজ রাখি উৎসব। কোথাও কোথাও রাখিকে হাতিয়ার করেই পালিত হচ্ছে 'অভয়া' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ কর্মসূচি।

এত অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও এক অন্যরকম দৃশ্যধারা পড়ল ক্যামেরায়। প্রসঙ্গত আচমকায় বাঁকুড়া জেলার রতনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হয় ওন্দা থানার ওসি বিদ্যুৎ পাল। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং নার্সদের হাতে বেঁধে দিলেন মেলবন্ধনের হাতিয়ার রাখি। অপরদিকে দিকে তিনিও পরলেন রাখি। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম রতনপুর, সেখানকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দিনের বেলায় ডাক্তার থাকলেও রাতের দিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা করেন সেখানকার নার্সরা। গভীর রাতে জরুরিকালীন কোনও রোগী এলে অন্ধকারে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন নার্সরা। এই পরিস্থিতিতে আর যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী থাকতে না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তার দাবি করলেন নার্সরা সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দিলেন থানার ওসি এবং তার নিজের ব্যক্তিগত নম্বরও। কোনও সমস্যায় পড়লে নিজে ছুটে আসবে বলেও অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন তিনি। এ যেন রাখি বন্ধনের এক অমূল্য উপহার। যেখানে আরজি করে মহিলা ডাক্তারের হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ প্রশাসনের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা উঠতে শুরু করেছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার এক অভিনব প্রচেষ্টা শুরু করলেন ওন্দা থানার ওসি বিদ্যুৎ পাল।

আউশগ্রামে রাখি বন্ধন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হল আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকে। এদিন আউশগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক অফিস চত্বরে রাখি বন্ধন উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস, আউশগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বাউড়ি, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল লালন, শেখ সঞ্জু সহ সাতটি পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন এই অনুষ্ঠান মঞ্চে এলাকার কচিকাঁচারা নাচ, গান, আবৃত্তি পাঠ করেন। এদিন একে অপরকে রাখি পরিয়ে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন এলাকার বিশিষ্টরা। আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস বলেন, এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সূচনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা ভাই বোনের অটুট বন্ধন রাখার জন্য এই অনুষ্ঠান পালন করি। এলাকার খুদেরা অংশগ্রহণ করে।

বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল লালন বলেন, সারা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের ব্লকেও রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমরা একে অপরকে রাখি পরিয়ে সৌহার্দ্য বিনিময় করি। পাশাপাশি এলাকার পথ চলতি মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বাউড়ি।

হাসপাতালে রাখি বন্ধন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: পুলিশ-চিকিৎসক ও রোগী একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন হাসপাতালে। হাবড়া থানা পুলিশ এবং হাবড়া হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে হাবড়া হাসপাতালেই চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সহ সমস্ত বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে রাখি পরিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। পাশাপাশি হাসপাতালে থাকা রোগীদের হাতেও রাখি পরানো হয় পুলিশ এবং হাসপাতালের পক্ষ থেকে। এদিন শঙ্খ বাজিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা কপালে দিয়ে হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে হাবড়া হাসপাতাল সুপার বিবেকানন্দ বিশ্বাস বলেন, এই বন্ধনটা আমাদের ভাই বোনের অটুট বন্ধন, আমরা প্রত্যেকটা সময়ে একত্রিত হতে পারি না, অন্তত এই রাখি উৎসবের মাধ্যমে একসঙ্গে সকলের সঙ্গে দেখা হল, আমরা চাই আমাদের এই বন্ধন চিরজীবন এভাবেই থাক।

আরজি কর কাণ্ডের বিচার দাবি করে নলহাটির পথে প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদ।

পুরনো রাস্তাকে পুনরায় চালু করার দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: দীর্ঘ প্রাচীন রাস্তা পুনরায় চালু করার দাবিতে এবার রানিগঞ্জের কাকরডাঙা ও ডামালিয়া এলাকার হাজারো গ্রামবাসী বিক্ষোভে সামিল হল। এদিন তারা নুনিয়া নদীর ওপর অবস্থিত সিধু কানু ব্রিজের ওপর সমস্ত যানবাহন আটকে বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয়দের দাবি, লাগোয়া এলাকার পাশেই অবস্থিত হাড়ভাঙা ব্রিজের বেহাল অবস্থা রয়েছে, সেখানেই এই ব্রিজটিকে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে রাজ্য সরকার গড়ে তোলে। এই ব্রিজ দিয়ে যাতে যানবাহন যাতায়াত না করতে পারে ও কাকরডাঙা এগারা যাওয়ার যে বাইপাস রাস্তা যা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই মানুষ যাতায়াত করত, সেই ব্রিটিশ আমলের রাস্তাকে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনার বিরোধ করেছেন এলাকার অসংখ্য মহিলা থেকে শুরু করে, আদিবাসী জনজাতির অসংখ্য মানুষজন। এলাকাবাসীদের একটাই দাবি এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াতের পর, কাকরডাঙা গ্রামের সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা খুব দুষ্কর হয়ে পড়ে, অবস্থা এমনই হয় যে বহু যানবাহনকে যাতায়াত করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয়, অথচ ইংরেজ আমল থেকেই পিচ দিয়ে তৈরি, সেই রাস্তাকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে ব্রিজ দিয়ে যাওয়া বাইপাস রাস্তাকে অকেজো করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাদের এও দাবি এই রাস্তা দিয়ে স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে, সাধারণ মানুষকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা কম যাতায়াত করে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। তবুও ব্যক্তিগত কারণে স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে, শাসক দলের নেতা এই রাস্তাকে সচল হতে দিচ্ছে না বলেই অভিযোগ।

তাদের দাবি এর জন্য তারা দীর্ঘ অনশনের পথেও হাঁটতে রাজি আছে। যদিও এ বিষয়ে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই বিনোদ নুনিয়া ও অর্জুন সিং এর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। পরে অবশ্য বিনোদন নুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দাবি করেন তারা এলাকার সাধারণ মানুষ জনদের সঙ্গেই রয়েছেন তাদের সুযোগ-সুবিধা ও এলাকার উন্নয়নের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। পুরনো রাস্তার কথা তার জানা নেই, তবে বিষয়টিকে তিনি খতিয়ে দেখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে আগামীতে এ বিষয়ে যাতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পালন রাখি বন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: সোমবার রাখি পূর্ণিমার দিন বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পালন করা হয়েছে রাখি বন্ধন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাখি বন্ধনের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে দিনটি। রাজনৈতিকভাবে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পথে নেমে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেছে। এর মধ্যেই রাখি উৎসব পালনে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হাওড়ার জয়পুরের পারবাকসীর চিরনবীন হোম। এদিন হোমের মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া আবাসিক ও কর্মীরা ভ্রাম্যমাণ রাখি বন্ধন উৎসব পালন করে। আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পালের হাতে রাখি পরিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে আমতা ২ নম্বর ব্লকের কয়েকটি জায়গায় যেমন হাসপাতাল এবং থানায় গিয়ে রাখি উৎসব পালন করে। আর এই ধরনের রাখি উৎসবের মধ্যেও নজর কেড়েছে হাওড়া বাগনানের এক কিশোর। বলা ভালো আরজি করের ঘটনা যে কিশোর মনে ও গভীর প্রভাব ফেলেছে তার প্রমাণ মিলল বাগনানে। এদিন সকালে বাগনানের পাতিনান গ্রামের বাসিন্দা সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্র কাগজ কেটে, নিজে হাতে এঁকে রাখি তৈরি করেছে। যার যে ছবিতে উঠে এসেছে আরজি কর কাণ্ডের প্রতীক। কিশোরটির বাবা সুরজিৎ দাস জানিয়েছেন, 'সকালে সে এই ধরনের রাখি তৈরি করে আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছে। আর বলেছে আর জি করের দিদির স্মৃতিতে এটা বানিয়েছি।' বুঝতে পেরেছি আরজি করের ঘটনা তার শিশু মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বলাই বাহুল্য এদিন আরজি কর কাণ্ডের এফেক্ট কয়েকটি রাখিতে পাওয়া গিয়েছে। যাকে নেগেটিভ কিংবা পজিটিভ দুই দিক থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় বলে মনে করছে সংবেদনশীল মহল।

পাবলিক নোটিশ
সংশ্লিষ্টের প্রতি

এটি সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য যে নিম্নলিখিত শেয়ার শংসাপত্র ইউপিএল লিমিটেড যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা- ৩-১১, জি.আই.ডি.সি. ভাপি জেলা ভালসাদ, গুজরাট-৩৯৬১৯৫ নিম্নলিখিত শেয়ারহোল্ডারের নামে নিবন্ধিত তাদের কাছথেকে হারিয়ে গেছে।

ক্র. নং.	শেয়ারহোল্ডারের নাম	ফোলিও নং	সার্টিফিকেট নং	স্বতন্ত্র সংখ্যা	শেয়ার সংখ্যা
১.	সন্ধ্যা আগরওয়াল	এস০১২৬৯	১৮২০৬০	৫৫৪৩৭৫৩২ - ৫৫৩৭৫৩২	১৮৮
২.	সন্ধ্যা আগরওয়াল	এস০১২৬৯	২০৫০৩	৪৩৮৭৬৩৫০৪ - ৪৩৮৭৬৪৪৪৩	৯৪০
৩.	সন্ধ্যা আগরওয়াল	এস০১২৬৯	২৭৮৮০	৫৪৪৫৪৫১৭৯ - ৫৪৪৫৪৬১১৮	৯৪০

জনসাধারণকে এতদ্বারা উপরোক্ত উল্লেখিত শেয়ার সার্টিফিকেটের সাথে ক্রয় বা লেনদেন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হচ্ছে।

উল্লিখিত শেয়ার শংসাপত্রের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির দাবি থাকে, তার উচিত কোম্পানি বা এর রেজিস্টার এবং ট্রান্সফার এজেন্টস লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ২৪৭ পার্ক, সি-১০১, ১ম ফ্লোর, এল.বি.এস.মার্গ, ভিরক্রোলি (পশ্চিম) মুম্বাই- ৪০০০৮৩ টেলি-০২২ ৪৯১৮৬২৭০ এর কাছে এই ধরনের দাবি করা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যার পরে কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না এবং কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করতে এগিয়ে যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০/০৮/২০২৪

সন্ধ্যা ঝুনঝুনওয়ালা

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট চন্দননগর, হুগলী
এ্যাক্ট ৩৯ সাকসেশন কেস নং ৩১/২০১৮

দরখাস্তকারী :- রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, **শশীভূষন ঘোষ** পিতা মৃত দুর্গাচরন ঘোষ এবং **শিখা ঘোষ** স্বামী মৃত শশীভূষন ঘোষ উভয়ের সাং জগজীবনপুর পোঃ দলপতিপুর থানা হরিপাল জেলা হুগলী গত ইংরাজী ০৩/০১/২০১৫ তারিখে নিঃসন্তান অবস্থায় উভয়ে উল্লিখিত ঠিকানায় পরলোকগমন করায় তাঁহাদের ত্যক্ত হরিপাল পোস্ট অফিস, থানা হরিপাল, জেলা হুগলীতে গচ্ছিত ৩১টি কিষান বিকাশ পত্র এবং ২২টি ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট যাহা নিম্ন এ এবং বি তপশীলে বিশদে বর্নিত **মোট ২,০৭,০০০.০০ টাকা সুদ সহ** প্রাপ্তির জন্য **দরখাস্তকারী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ** পিতা মৃত দুর্গাচরন ঘোষ সাং জগজীবনপুর পোঃ দলপতিপুর থানা হরিপাল জেলা হুগলী উপরোক্ত আদালতে উক্ত নং সাকসেশন মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। এসম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে তাহা দাখিল করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

Schedule 'A'
Joint Holders of Kisan Vikas Patra
In the name of SIKHA GHOSH & SASI BHUSAN GHOSH

Name of Post Office	Number of Kisan Vikas Patra	Date of Issue	Registration Number	Issue Price
Haripal	KVP/35BC 474529	01.09.2006	6345	Rs. 5000.00
"	KVP/35BC 474527	01.09.2006	6345	Rs. 5000.00
"	KVP/35BC 474528	01.09.2006	6345	Rs. 5000.00
"	KVP/05AB 064974	01.09 2006	6345	Rs.1000.00
"	KVP/05AB 064992	05.09.2006	6367	Rs.1000.00
"	KVP/05AB 064993	05.09.2006	6367	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 320531	20.11.2006	6866	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 320532	20.11.2006	6866	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 320533	20.11.2006	6866	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 320534	20.11.2006	6866	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 533705	09.01.2007	7209	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 533706	09.01.2007	7209	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 533707	09.01.2007	7209	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 533708	09.01.2007	7209	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 533825	03.02.2007	7364	Rs.1000.00
"	KVP/18AB533826	03.02.2007	7364	Rs.1000.00
"	KVP/18AB533827	03.02.2007	7364	Rs.1000.00
"	KVP/18AB 533828	03.02.2007	7364	Rs.1000.00
"	KVP/17AB 331750	18.02.2008	9008	Rs.1000.00
"	KVP/11AB 509818	16.11.2007	8753	Rs.1000.00
"	KVP/11AB509819	16.11.2007	8753	Rs.1000.00
"	KVP 63BC 850923	09.04.2010	11971	Rs. 5000.00
"	KVP/63BC 850924	09.04.2010	11971	Rs. 5000.00
"	KVP/63BC 850925	09.04.2010	11971	Rs. 5000.00
"	KVP/63BC 850926	09.04.2010	11971	Rs. 5000,00
"	KVP/32BC 741373	07.11.2006	6779	Rs. 5000.00
"	KVP/32BC 741372	07.11.2006	6779	Rs. 5000.00
"	KVP/32BC 741371	07.11.2006	6779	Rs. 5000.00
"	KVP/67BC 943952	13.09.2010	12698	Rs. 5000.00
"	KVP/80BC198564	11.08.2011	13970	Rs. 5000.00
"	KVP/34CE 522230	10.08.2011	13968	Rs. 10000.00

Total Rs.88000.00

Schedule 'B'
National Savings Certificate
In the name of SIKHA GHOSH & SASI BHUSAN GHOSH

Name of Post Office	Number of National Savings Certficate	Date of Issue	Registration Number	issue	Issue Price
Haripal	5 NS/OODE 327442	07.07.2014	11517	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 327443	07.07.2014	11517	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 327444	07.07.2014	11518	Vill issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 327445	07.07.2014	11518	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345161	21.07.2014	11586	Vill issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345162	21.07.2014	11587	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345163	21.07.2014	11587	Vill issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345164	21.07.2014	11588	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345165	21.07.2014	11588	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345166	21.07.2014	11589	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345167	21.07.2014	11589	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345168	21.07.2014	11590	Vill issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/OODE 345169	21.07.2014	11590	VIII issue	Rs. 5000.00
"	5 NS/35EF 135974	10.05.2014	11229	VIII issue	Rs. 10000.00
"	5 NS/35EF 135973	10.05.2014	11229	VIII issue	Rs. 10000.00
"	10 NS/02NA 496157	07.12.2012	767	IX issue	Rs. 10000.00
"	10 NS/02NA 496158	07.12.2012	767	IX issue	Rs. 10000.00
"	10 NS/02NA 496159	07.12.2012	767	IX issue	Rs. 10000.00
"	6 NS/72CC 522967	13.07.2010	5406	IX issue	Rs. 1000.00
"	6 NS/72CC 522968	13.07.2010	5406	IX issue	Rs. 1000.00
"	6 NS/72CC 522969	13.07.2010	5406	IX issue	Rs. 1000.00
"	6 NS/72CC 522970	13.07.2010	5406	IX issue	Rs. 1000.00

Total Rs.1,19000.00

Total amount of Schedule 'A' + 'B' comes to Rs. 2,07,000.00 (Rupees two lacs seven thousand only) plus Interest If any thereon.

কার্ত্তিক চন্দ্র কয়াল
এ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল(সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট চন্দননগর

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড
CIN: L65993WB1970PLC027781
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (১ম তল), কলকাতা-৭০০০১৬,
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭-৯৩৫৯/৯৩৬০,
ইমেল: unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.unitedcreditltd.com

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেডের সদস্যগণের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে ৫৩তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত জেনারেল সার্কুলার ০৯/২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক তারিখ-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি২/ সিআইআর/ ২০২৩/ ১৬৭ তারিখ -০৭ই অক্টোবর, ২০২৩ (পরবর্তীতে সংযুক্তভাবে 'সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত) এবং অন্যান্য সকল প্রযোজ্য আইন মোতাবেক অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট। সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরিজ বা রেজিস্টার্ড অ্যান্ড শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি (তআরটিএদ) নিকট নথিভুক্ত রয়েছে। সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে এজিএম নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com, এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ এর www.bseindia.com এবং www.cse-india.com তে নোটিশ পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন, ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের আইনের ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং লিস্টিং রেগুলেশনের বিধানগুলি মেনে, কোম্পানি ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বুধবারের (দিনের শেষে) কাট-অফ তারিখে সমস্ত সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে ৫৩ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম করতে। তদনুসারে, সংস্থাটি এজিএম ('ই-ভোটিং') এ ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও প্রদান করছে। যেসব সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে বর্ণিত ব্যবসায় রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ডিমেটেরিয়ালাইজড এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের এজিএমের সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী ৫৩তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।

যদি আপনার ইমেল ঠিকানাটি ইতিমধ্যে কোম্পানি/ডিপোজিটরি/আরটিএ-তে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং লগইন বিশদ ফর-ভোটিং আপনার নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি আপনার ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর নিবন্ধন না করে থাকেন এবং/অথবা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/ আরটিএ-তে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট আপডেট না করে থাকেন তাহলে নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন, লগইন প্রাপ্তির জন্য আপনার ইমেল নিবন্ধন করতে নিচে উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিন।

ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন/হালনাগাদকরণ-

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	কোম্পানির আরটিএ কে অর্থাৎ সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড, ২০, স্যার আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ একটি অনুরোধ পাঠান যথাযথভাবে ফাইল করা ফর্ম নং আইএসআর-১, যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com এছাড়াও আরটিএর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.cbmsl.com থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। এছাড়াও আপনি ফর্ম নং আইএসআর -১ পাঠাতে পারেন আরটিএ-এর ইমেল আইডি rta@cbmsl.com-এ কোম্পানিকে unitedcreditltd@gmail.com-এ চিহ্নিত কপির অধীনে।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপির সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করুন।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা কোম্পানিতে চিহ্নিত কপির অধীনে উপরে উল্লিখিত ঠিকানা এবং ই-মেইল আইডিতে আরটিএ-তে যোগাযোগ করতে বা লিখতে পারেন।

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দীপালি গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি
(মেম্বারশিপ নং এ৬৫৬৫২)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০.০৮.২০২৪

AGI GREENPAC

এজিআই গ্রীনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দূরভাষ নং: +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল: agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট: www.agigreenpac.com

ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ দুপুর ১২.৩০টায় (আইএসটি) ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯/২০২৩ এর বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা ২০২৩ ('এমসিএ সার্কুলার') এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলার') দ্বারা জারি করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৬৪তম এজিএমের নোটিশ সেই সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে প্রেরণ করা হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ('ডিপি') -এর সাথে নিবন্ধিত রয়েছে। সদস্যরা শুধুমাত্র সিডিএসএল দ্বারা সরবরাহিত ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিশদ বিবরণ উক্ত এজিএমের নোটিশে কোম্পানি সরবরাহ করবে। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ অনুযায়ী কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

সদস্যগণ এজিএমের পূর্বে সিডিএসএল কর্তৃক প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে বর্ণিত সকল রেজুলেশনে ভোট প্রদান করতে পারেন এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং প্রদান করতে পারেন, যার পদ্ধতি ও নির্দেশনা এজিএমের নোটিশে সরবরাহ করা হয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের নোটিশের সাথে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির ৬৪তম বার্ষিক প্রতিবেদনের ই-অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.agigreenpac.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে। উক্ত এজিএমের নোটিশ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে অর্থাৎ www.nseindia.com এবং www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে।

সেবির সার্কুলার অনুসারে, এজিএমের নোটিশ এবং উপরোক্ত বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনও ফিজিক্যাল কপি কোনও সদস্যের কাছে প্রেরণ করা হবে না। যেসব সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তাদের কোম্পানির কাছ থেকে ই-কমিউনিকেশন পাওয়ার জন্য কোম্পানি / আরটিএ-তে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য, সদস্যদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

- **ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য :** অনুগ্রহ করে http://mdpl.in/form দেখুন এবং এতে নির্দেশিত ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করার প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করুন। কোম্পানির ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পর ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করা সদস্যরা এই এজিএমের জন্য ই-ভোটিং সক্ষম করার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডসহ বিজ্ঞপ্তির সফট কপি এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতির জন্য অনুরোধ করতে পারেন। কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্য mdpldc@yahoo.com কোম্পানির আরটিএ-তে লিখতে পারেন।
- **ডিম্যাট ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য :** সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে দয়া করে তাদের ডিপি-র সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের ডিপি দ্বারা পরামর্শ দেওয়া প্রক্রিয়া অনুযায়ী তাদের ডিম্যাট আকাউন্টে ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করুন।

পরিচালনা পর্ষদ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে কর কমানোর সাপেক্ষে ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য ইক্যুইটি শেয়ারপ্রতি ৬/- টাকা (অর্থাৎ ৩০০%) লভ্যাংশের সুপারিশ করেছে। ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর, সেবি বাধ্যতামূলক করেছে যে শেয়ারহোল্ডাররা, যারা শারীরিক মোডে শেয়ার রাখেন এবং যাদের ফোলিওগুলি কেওয়াইসি বিশদ সহ আপডেট করা হয় না যেমন, (i) প্যান (ii) মনোনয়নের পছন্দ (iii) যোগাযোগের বিশদ (iv) মোবাইল নম্বর (v) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ এবং (vi) ব্যাংকার কর্তৃক যাচাইকৃত স্বাক্ষর, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন। তদনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে লভ্যাংশ প্রদান ফিজিক্যাল হোল্ডারদের তাদের ফোলিওতে উপরোক্ত বিবরণ আপডেট করার পরেই প্রদান করা হবে। শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির আরটিএ, মহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডকে mdpldc@yahoo.com -এ চিঠি লিখে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে তাদের কেওয়াইসি সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এটি আপডেট করার জন্য ফর্মগুলি https://agigreenpac.com/umishing-of-pan-and-kyc-details-and-nomination-by-holders-of-physical-securities -এ পাওয়া যায়। ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপির সাথে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিশদ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদান সদস্যদের হাতে করযোগ্য এবং আয়কর আইন, ১৯৬১ ('আইটি আইন') এ নির্ধারিত হারে সদস্যদের প্রদত্ত লভ্যাংশ থেকে কোম্পানিকে উৎসে আয়কর ('টিডিএস') কেটে নিতে হবে। সাধারণভাবে, টিডিএসের প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতি সক্ষম করার জন্য, সদস্যদের তাদের ডিপিগুলির সাথে আইটি আইন অনুসারে তাদের আবাসিক স্থিতি, প্যান, বিভাগটি সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা যদি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল আকারে রাখা হয়, বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ -এর মধ্যে পূর্বোক্ত ই-মেইল আইডিতে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথি পাঠিয়ে কোম্পানি/আরটিএর সাথে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রীনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A30926

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯ অগস্ট, ২০২৪

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা বেঞ্চের সমীপে
কোম্পানির আবেদন (সিএএ) নং.১৫০/কেবি/২০২৪

কোম্পানি আইন, ২০১৩ সেকশন ২৩২(১) সহ পঠিত সেকশন ২৩০(১) এর ক্ষেত্রে
এবং

এই বিষয়ে:
কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯১৩ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সাপেক্ষে একটি কোম্পানি, যার কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং L17119WB1919PLC003429 এবং বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর.এন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে-এ এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে।

..... আবেদনকারী

ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে, ৭ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে (**'অর্ডার'**), মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (**'এনসিএলটি'**), কলকাতা বেঞ্চ কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (**'ডিমার্জড কোম্পানি'**) ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের একটি সভার নির্দেশ দিয়েছে যা **শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১০.৩০** -এ অনুষ্ঠিত হবে **(আইএসটি) ('মিটিং')** বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে, এবং যদি উপযুক্ত মনে হয়, পরিবর্তন(গুলি) সহ বা ছাড়াই প্রস্তাবিত অনুমোদন ডিমারজড কোম্পানি এবং আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড (**'আল্ট্রাটেক'** বা **'ফলাফলকারী কোম্পানি'**) এবং তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডার এবং ঋণদাতাদের ('স্কিম') এর মধ্যে ব্যবস্থার যৌগিক পরিকল্পনা সেকশন ২৩০ এবং ২৩২ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ **(অ্যাক্ট)** -এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের অধীনে।

উল্লিখিত আদেশের অনুসরণে, এবং এতে নির্দেশিত হিসাবে, আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যে ডিমার্জড কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের (**'ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার'** বা **'সদস্যদের'**) একটি মিটিং ভিডিও কনফারেন্সিং (**'ভিসি'**) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল (**'ওএভিএম'**) উপায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরে উল্লিখিত সভাটি ভিসি/ওএভিএম -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কোম্পানী আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে তৎসহ পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ (**'ভার্চুয়াল মিটিং সার্কুলার'**) সার্কুলার সহ সময়ে সময়ে স্পষ্টিকরন /বর্ধিত দ্বারা নির্ধারিত ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে মিটিং করার কাঠামোর সাথে পঠিত।

আরও লক্ষ্য করুন যে ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের মিটিংয়ে ই-ভোটিং (**'ই-ভোটিং'**) বা রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং (**'রিমোট ই-ভোটিং'**) -এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার মাধ্যমে প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য রেজোলিউশনে ভোট দেওয়ার সুবিধা থাকবে। নিজ নিজ ভোটের সময়কাল নিচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ভোট দেওয়ার পদ্ধতি	ভোটের সূচনা	ভোটের সমাপ্তি
রিমোট ই-ভোটিং	সোমবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০টা (আইএসটি)	বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টা (আইএসটি)
সভায় ই-ভোটিং	শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সভার চেয়ারপারসন কর্তৃক ভোট ঘোষণার পর)	শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (ভোট খোলা পর্যন্ত)

রিমোট ই-ভোটিং এবং মিটিংয়ে ই-ভোটিং সংশ্লিষ্ট ভোটিং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না। ই-ভোটিং মডিউলটি মিটিংয়ের দিনে ভোট দেওয়ার জন্য অক্ষম করা হবে ই-ভোটিং -এর সময়ের পরে।

ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র একটি মোডে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারে, হয় রিমোট ই-ভোটিং বা মিটিংএ ই-ভোটিং। ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার তাদের ডিমার্জড কোম্পানিতে শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (**'কাট-অফ ডেট'**) শেয়ারহোল্ডিং অনুপাতে হবে। শুধুমাত্র সেই ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা যাদের নাম ডিমার্জড কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা ডিমার্জড কোম্পানির সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা হয়েছে, তারা সভায় ভোট বা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে। যারা কাট-অফ তারিখে ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার নন, তাদের এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চের আদেশ অনুসারে ডিমার্জড কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (**'এনএসডিএল'**) রিমোট-ভোটিং এবং সভায় ই-ভোটিং উভয়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য সংস্থা হিসাবে নিযুক্ত।

যেহেতু সভাটি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা সভার জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন না।

যদিও, একজন প্রাতিষ্ঠানিক /কর্পোরেট ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার (অর্থাৎ ব্যক্তি ছাড়া অন্য, এইচইউএফ, এনআরএল ইত্যাদি) যারা ই-ভোটিং বা রিমোট ই-ভোটিংয়ে অংশ নিতে এবং ভোট দিতে ইচ্ছুক, এটি করতে পারে, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস/ গভর্নিং বডি অন্যান্য নথির রেজোলিউশনের যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রদান করে, যেমনটি হতে পারে, তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার এবং তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য অনুমোদন করতে স্ক্রুটিনাইজারকে **akroyco@yahoo.co** -এ ইমেল করা হয়েছে, এর সাথে এনএসডিএল-এ **evoting@nsdl.com** -এ চিহ্নিত করে একটি অনুলিপি এবং ডিমার্জড কোম্পানি-এ **sharedepartment@kesoram.com** -তে।

মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ (ক) মিসেস ঊর্মিলা চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেটকে ডিমার্জড কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভার চেয়ারপারসন এবং (খ) শ্রী অঞ্জন কুমার রায়, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিপি.এফ৫৬৮৪) কে নিযুক্ত করেছে উল্লিখিত সভার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে।

ডিমার্জড কোম্পানি ১৯ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সমস্ত ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইমেলের মাধ্যমে স্কিম এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি (সমস্ত অ্যানেক্সার সহ) সহ সভা আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণ করেছে যাদের নাম ডিমার্জড কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার / সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে উপস্থিত ছিল ১৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এবং যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি ডিমার্জড কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত ছিল।

নোটিশ এবং সাথে থাকা নথিগুলি ডিমার্জড কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.kesocorp.com/DOCS/scheme-of-arrangement-2023.php**, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('এনএসডিএল') ওয়েবসাইট **https://evoting.nsdl.com**, মিটিংয়ে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং উভয়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (**'বিএসই'**) **www.bseindia.com**, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (**'এনএসই'**) -এর **www.nseindia.com** -এ এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (**'সিএসই'**) -এর **www.cse-india.com** -এ রাখা হয়েছে। তদনুসারে, ভার্চুয়াল মিটিংয়ের সার্কুলার দ্বারা নির্ধারিত ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে মিটিং করার কাঠামো অনুসারে, নোটিশ এবং সহকারী নথিগুলি উল্লিখিত ওয়েবসাইটগুলিতে সমস্ত ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে উপলব্ধ রয়েছে যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি ডিমার্জড কোম্পানি বা ডিপোজিটরি -তে তাদের
সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ই-ভোট প্রদানও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি যিনি ডিমার্জড কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং ১৪ আগস্ট, ২০২৪ -এর পরে ডিমার্জড কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার হন এবং কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ডিমার্জড কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করেন তিনি অনুরোধ করতে পারেন **corporate@kesoram.com** -এ ডিমার্জড কোম্পানিতে বা এনএসডিএল-এর **evoting@nsdl.com** -এ একটি ই-মেইল পাঠিয়ে নোটিশ এবং সঙ্গে থাকা নথি এবং ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ফর-ভোটিং পাওয়ার জন্য। যাইহোক, যদি কোনও ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার যারা শংসাপত্রে শেয়ার ধারণ করেন বা যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিমার্জড কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরির সাথে নিবন্ধন করেননি এবং নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিটি সহ নথিপত্র সহ পেতে চান, অথবা মিটিংয়ে অংশ নিতে চান বা কাস্ট করতে চান রিমোট ই-ভোটিং বা এর মাধ্যমে তাদের ভোট মিটিংয়ে ভোট দেওয়ার জন্য, তাদের নাম এবং ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি, ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে একটি ইমেল পাঠিয়ে ডিমার্জড কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করতে হবে **sharedepartment@kesoram.com** -এ অথবা ডিমার্জড কোম্পানি এর নিবন্ধিত অফিসে ডাকযোগে। বিকল্পভাবে, ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা একটি চিঠির মাধ্যমে উল্লিখিত অনুরোধটি ডিমারজড কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারে। সফল রেজিস্ট্রেশনের পরে, উল্লিখিত নোটিশের একটি অনুলিপি এবং লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ডের সাথে সাথে থাকা নথি ই ভোটিং আগে নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে, ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা **evoting@nsdl.co.in** -এ লিখতে পারেন।

তদুপরি, যেকোন ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার যারা উক্ত নোটিশের প্রকৃত কপি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ সাথে থাকা নথিপত্রের সাথে বিনামূল্যে পেতে ইচ্ছুক, তারা ডিমার্জড কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারিকে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
ডিমার্জড কোম্পানি এর নিবন্ধিত অফিসে ডাকযোগে অথবা **sharedepartment@kesoram.com** -এ ই-মেইলের মাধ্যমে।

মিটিংয়ে রিমোট ই-ভোটিং বা রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররাও যেকোনো প্রশ্ন/অভিযোগের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

(১) শ্রী অমিত বিশাল, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট / মিসেস পল্লবী মাহত্রে, ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৪ ফ্লোর, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই ৪০০ ০১৩ টেলিফোন নম্বর- ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা ই-মেইল আইডি- **AmitV@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in** এ

(২) শ্রী রঘুরাম নাথ, কোম্পানি সেক্রেটারি এবং ডিমার্জড কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অফিসার, টেলিফোন নম্বর- ০৩৩ ২২৪৩ ৫৪৫৩ অথবা ই-মেইল আইডি- **sharedepartment@kesoram.com** -এ। ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররাও তাদের প্রশ্ন ই-মেইল আইডি **corporate@kesoram.com** -এ পাঠাতে পারেন।

যদি সদস্যদের মিটিং-এ যোগদান বা রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা নিম্নোক্ত হেল্প লাইন নম্বর বা ই-মেইল আইডির মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি, অর্থাৎ এনএসডিএল এবং সিডিএসএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

- এনএসডিএল - **evoting@nsdl.com** -এ ই-মেইল করুন অথবা টেলিফোন নম্বরে কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২- ২৪৯৯ ৭০০০ তে।
- সিডিএসএল - **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ ই-মেইল করুন অথবা টেলিফোন নম্বরে কল করুন ১৮০০- ২২৫-৫৩৩ (টোল ফ্রি) তে।

সভার ফলাফল স্কুটিনাইজার দ্বারা ভোটদানের উপর একত্রিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে সভা শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে সভার চেয়ারপারসন বা তার দ্বারা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি ঘোষণা করবেন এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে সেইসঙ্গে ডিমার্জড কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে এবং একই সাথে ডিমার্জড কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.kesocorp.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** -এ আপলোড করা হবে। ফলাফলগুলি বিএসই, এনএসই এবং সিএসই তেও পাঠানো হবে যেখানে ডিমার্জড কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা আছে।

স্কিমটি, যদি সভায় অনুমোদন করা হয়, তাহলে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চের পরবর্তী অনুমোদনের অধীন হবে।

স্বা/-
ঊর্মিলা চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট
সভার চেয়ারপার্সন

কলকাতা, শুক্রবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৪

আবেদনকারী-
কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড,
কলকাতা ৭০০ ০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ওয়েবসাইট: www.kesocorp.com
ইমেল: corporate@kesoram.com
টেলিফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩

আবেদনকারীর পক্ষে ড্রন
স্বা/-
অনিকেত আগরওয়াল
আবেদনকারীর পক্ষে উকিল
খৈতান অ্যান্ড কোং এলএলপি, অ্যাডভোকেট
১বি, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১

ঝাড়গ্রামে হাতির নির্মম হত্যা : বনমন্ত্রী ও ডিএফও'র পদত্যাগের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: হাতি মৃত্যুর ঘটনায় বনমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে ঝাড়গ্রাম শহরে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও লোহার জ্বলন্ত শলাকা ছুঁড়ে একটি স্ত্রী হাতিকে মেরে ফেলার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সোমবার কুর্মি সমাজের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম শহরে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। পিঠে লোহার জ্বলন্ত শলাকা মেরে হাতিটিকে নির্মম ভাবে মেরে ফেলার ঘটনায় বন মন্ত্রী এবং ডিএফও-র পদত্যাগ দাবি করা হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে হাতিটিকে খুন করার অভিযোগে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। হাতিটি গর্ভবতী ছিল বলে সূত্র মারফত জানা গেছে।

১৫ অগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়গ্রামের রাজকলেজ এলাকায় ধরমপুরের দিক থেকে পাঁচটি হাতি ঢুকে পড়ে। সেই সময় অনুপ মল্লিক নামের ৫৫ বছর বয়সি এক দিনমজুর কাজে যাচ্ছিলেন। একটি পুরুষ হাতি তাকে মেরে ফেলে। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা জড়ো হয় এবং তাড়িয়ে ধরমপুর জঙ্গলের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পর হাতিটি অন্য চারটি হাতির কাছে ফিরে এলে ঘুম পাড়ানি গুলি করা হয়। এরপর ক্রেনে তুলে হাতিটিকে ধরে জোয়ালভাঙ্গার জঙ্গলে রেখে আসা হয়। ঝাড়গ্রামের ডিএফও এবং বনদপ্তরের কর্মীরা অন্য চারটি হাতিকে রাজ কলেজ এলাকা থেকে ধরমপুরের দিকে তাড়িয়ে দেয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে দেখা যায় একটি মা হাতির পিঠে হুলা পার্টির সদস্যরা একটি জ্বলন্ত লোহার রোড ছুঁড়ে মারে। হাতিটি অন্তঃসত্ত্বা থাকায় প্রচন্ড চিৎকার করতে থাকে এবং তার পিছনের পা গুলি অচল হয়ে যায়। শুঁড় দিয়ে কোনওরকমে জ্বলন্ত শলাকাটি পিঠ থেকে টেনে বার করার পর সামনের পা দুটি দিয়ে চলার চেষ্টা করে হাতিটি। কিন্তু কোনওভাবেই এগিয়ে যেতে পারেনি। এই অবস্থা দেখে উত্তেজিত জনতা বনবিভাগের গাড়ি ভাঙচুর করে এবং কর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ।

ট্রাঙ্কুলাইজার করে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে হাতিটিকে ডিয়ার পার্কে নিয়ে আসা চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সেখানে মা হাতিটি মারা যায়। এরপরেই বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে খুব প্রকাশ করে ঝাড়গ্রাম শহরে মিছিল এবং প্রতিবাদ জানানো হয়। ডিএফও এবং বনমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা হয়। কুর্মি সমাজ সহ বেশ কয়েকটি পশুপ্রেমী সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের হেনস্তার অভিযোগ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার মধ্যেই মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ডিউটি চলার সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং নার্সদের ওপর গুন্ডাগিরি করে অবিনাশ দাস নামে স্থানীয় এক যুবক। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ হঠাৎ করে কর্তব্যরত নার্সদের দিকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করেন। অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করেন নার্সদেরকে। এমনকী সেখানে উপস্থিত মেডিক্যাল অফিসার প্রভাকর সাহা ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি উপস্থিত নার্সদেরকে খুনের হুমকি দেন ওই অভিযুক্ত ওই যুবক বলে অভিযোগ। আরো অভিযোগ নার্সদের দিকে তিনি শারীরিক নিগ্রহ করতে তেড়ে যান। যদিও সেখানে উপস্থিত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা অভিযুক্তকে আটকে দেয়। এরপরই খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে

গ্রেপ্তার করে। আর এই ঘটনার পরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালেও চিকিৎসক স্বাস্থ্য-কর্মীদের কোনও নিরাপত্তা নিয়ে। আতঙ্কে রয়েছেন নার্স ও চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অবিনাশ দাস নামে ওই যুবক রোগী দেখার নাম করেই এদিন রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক নার্সদের ওপর দাদাগিরি করে বলে অভিযোগ।

হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রভাকর সাহা বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি এক রোগীর খোঁজ করতে এসে আমার সঙ্গে অশালীন ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। উপস্থিত নার্সদেরকেও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আমি এর প্রতিবাদ করলে আমাকে মারধর করা হয়। রাজ্যের বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেন জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা নিন্দনীয়। যদি কেউ দোষ করে থাকে তার জন্য আইন রয়েছে। শুনেছি পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে দল কখনোই এই ধরনের কাজকে সমর্থন করে না। পুলিশ জানিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক প্রভাকরবাবুর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অবিনাশ দাস নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সিবিআই এর তদন্তের সফলতা নিয়ে সন্দিহান বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বামনগাছি: সিবিআই এর সাফল্যের রেট ৫ থেকে ৯ শতাংশ। ফলে আরজি কর কাণ্ডের সিবিআই কতটা সফল হবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। তিনি আরও বলেন, তবুও আমরা চাই দেশের সব থেকে বড় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে এক হোক, একাধিক হোক, সকল দোষীদের কঠোরতম এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। সোমবার বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের বামনগাছিতে রাখি বন্ধন উৎসবে এসে এমনই মন্তব্য করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইছা সদ্দার সহ অন্যান্যরা। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ যে নীরব ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছে তাতে আমার সমর্থন আছে। শান্তিপূর্ণ মিছিল থেকে উই ওয়ান্ট জাস্টিস আওয়াজ তুলেছে সেটা দরকার আছে। যে পরিবারের একটি মাত্র সন্তানের এভাবে মৃত্যু হয়েছে তাদের জীবন শশ্মানে পরিণত হয়েছে। দোষীরা শাস্তি পেলে তারা কিছুটা হলেও শান্তি পাবেন। তবে এই জাস্টিস দেওয়ার ক্ষমতা এখন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে নেই। সেটা এখন আদালতের নির্দেশে সিবিআইদের উপর। তবে আন্দোলন থেকে যখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাওয়া হচ্ছে তখনই সেই আন্দোলন আর সাধারণ মানুষের থাকছে না। তারা মধ্যে রাজনীতি ঢুকে যাচ্ছে। সেই কাজ সুকৌশলে করা হচ্ছে। এটা ঠিক হচ্ছে না এবং কিছু মানুষ বিগত ১৫ বছর ধরেই এই দাবি করে আসছেন। তবে আমরা চাই এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করে যতদিন দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া না হচ্ছে ততদিন এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। থেমে গেলে চলবে না। আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আমরা সকলেই চাই সিবিআই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই তদন্ত শেষ করে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজনে বোলপুর পুরসভা কতৃক 'রাখি বন্ধন উৎসব' ও 'সংস্কৃতি দিবস' এ রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার হাতে রাখি পরাচ্ছেন বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ।

ঝাড়গ্রামে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাখি বন্ধন হোক শপথের এক দিন/মানুষে মানুষে বিভেদের শেষ দিন। মানুষে মানুষে বিভেদ বিলোপ করার এই বার্তা নিয়ে ভাতৃত্বের উৎসব রাখি বন্ধন পালন করল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ত্রিবেণী যুব জনকল্যাণ অর্গানাইজেশন' বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় নানা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এই সংগঠনের সদস্যরা সোমবার গোপীবল্লভপুরের নয়াবসান গ্রামের মুসলিম বস্তিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কচিকাঁচা ও বড়দের রাখি পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের উৎসবের সূচনা করেন। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজসেবী সনাতন দাস, অনুপ কর, গোপীবল্লভপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সত্যরঞ্জন বারিক সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নয়াবসান গ্রামের মুসলিম বস্তিতে রাখি পরিয়ে এবং মিষ্টি বিতরণ করে অনুষ্ঠানের

সূচনা করেন। পাশাপাশি 'ত্রিবেণী যুব জনকল্যাণ অর্গানাইজেশন' এর সদস্যরা গোপীবল্লভপুর ইন্ডিয়ান স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গোপীবল্লভপুরের হাতি বাড়ি মোড়ে সাধারণ মানুষকে রাখি পরিয়ে ভাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধেন। কর্মসূচি সম্পর্কে ত্রিবেণী যুব জনকল্যাণ অর্গানাইজেশন' এর সনাতন দাস বলেন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সম্প্রতির বার্তা দিতে প্রতি বছর এই কর্মসূচি পালন হয়ে থাকে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফেরতের নিদান তৃণমূল যুব নেতার

ক্ষোভে ফুঁসছে আরামবাগের মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফেরত দিন! তৃণমূল নেতার হুমকি-পোস্টে ফুঁসছে আরামবাগ। যদিও ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর দাবি, এটা আমার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে লক্ষ্মী ভাণ্ডার ফেরতের দাবি জানিয়ে ফেরতের ফ্রম পোস্ট করেছি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে একটা সরকারি প্রকল্প নিয়ে তিনি কিভাবে প্রতিবাদী মহিলাদের অসম্মান করেন। এই সমস্ত তৃণমূল নেতাদের আচরণে প্রমাণ করে দিচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে একপ্রকার তারা মেয়েদের ভোট কিনে নিতে চেয়েছিল। যখন সারা রাজ্যের মেয়েরা মহিলাদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, যখন বহু মহিলা স্লোগান তুলেছেন কন্যাশ্রী বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নয়, সবার আগে দরকার তাঁদের নিরাপত্তা আর জাস্টিস ফর আরজি কর। সেই সময় দাঁড়িয়ে আরামবাগ মহকুমার তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের নেতার ফেসবুক নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। বিজেপি ও সিপিএম একযোগে শাসক দলকে তোপ দাগেন। পাশাপাশি প্রতিবাদী মহিলারাও সোচ্চার হন। অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের একটা বড় অংশ মনে করেছেন সরকার মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে তাদের প্রতিবাদের ভাষাকে কেড়ে নিতে চাইছেন। সেই কারণেই যখন প্রতিবাদ চলছে তখনই তৃণমূল নেতারা একপ্রকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফিরিয়ে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। আরামবাগজুড়ে মহিলারা এই সমস্ত তৃণমূল নেতাদের ধিক্কার জানাচ্ছেন। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার প্রথম সারির এক নেতা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের নাম বাতিলের করার ফর্ম পোস্ট করে লিখেছেন, যারা মনে করছেন, সে দিন যে সমস্ত সজ্জন ব্যক্তিগণ বলেছিলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চাই না, আমরা ভিখারি নই, আমি অনুরোধ করব, দয়া করে আপনারা এই ফর্মটা ফিলাপ করে জমা দিন বলে বাতিল ফ্রম পোস্ট করেন। অপরদিকে এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছেন পুরশুড়ার বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ। তিনি বলেন, ওই তৃণমূল নেতার কি বাপের প্রকল্প। সরকারের প্রকল্প। বন্ধ হলে আন্দোলন হবে। আরামবাগের সিপিএম নেতা সুশান্ত কুমার মণ্ডল বলেন, একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাজ্য। মহিলারা তাদের যন্ত্রণা থেকে প্রতিবাদ করছে। এই পরিস্থিতিতে বলতে চাই লক্ষ্মী ভাণ্ডার জনগণের টাকা। তৃণমূলের বাপের টাকা নয়। একজন প্রতিবাদী মহিলা জানান বর্তমানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে, উঠেছে মেয়েদের সুরক্ষার দাবি। দয়া করে মহিলাদের নিয়ে রাজনীতি করবেন না। পাশাপাশি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, ওটা ফেক পোস্ট। বিজেপি ও সিপিএম অযথা রাজনীতি করছে।

রাজ্যের হিমঘরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভিনরাজ্যে কেন আলু রপ্তানি করতে দেওয়া হচ্ছে না? এই প্রশ্ন তুলে মাসখানেক আগে থেকেই কর্মবিরতি শুরু করেছিল 'প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি'। লাগাতার পাঁচদিনের কর্মবিরতিও চলেছিল সেই সময়। এবার ফের একবার শুরু হল কর্মবিরতি। ব্যবসায়ীদের এই উদ্যোগে আলুর সঙ্কট তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সোমবার থেকে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। হিমঘরের ভিতর থেকে আলু নামানো হচ্ছে না। রাজ্য জুড়ে কোনও হিমঘর থেকেই বাজারে আলু না পৌঁছনোয় যোগানে বড়সড় ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে হু হু করে বাড়তে পারে দাম। এর আগে কর্মবিরতি চলার সময় ৩০ টাকা কিলো আলু একধাক্কায় পৌঁছে যায় ৫০ টাকা প্রতি কিলোতে। সেই সময় তড়িঘড়ি রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রী আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যা সমাধান করেন। মাস খানেক যেতে না যেতেই ফের কর্মবিরতির পথে হাঁটল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। ব্যবসায়ীদের দাবি, এবার আর কোনও আলোচনা নয়, সরকারিভাবে তাঁদের দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এই কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন তাঁরা। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ীদের দাবি রাজ্য সরকারের আশ্বাস সত্ত্বেও রাজ্যের সীমান্তে আটকে দেওয়া হচ্ছে আলু বোঝাই ট্রাক। ব্যবসায়ীদের আরও দাবি, বড় সাইজের আলু কলকাতার বাজারে গেলেও মাঝারি ও ছোট সাইজের আলু এবং পোখরাজ আলুর চাহিদা নেই স্থানীয় বাজারে। তাই ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ করা হলে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ী ও কৃষকদের। উল্লেখ্য, আলুর মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতেই রপ্তানি বন্ধ করার কথা বলেছিল প্রশাসন।

মালদায় রাখি বন্ধন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে অনুষ্ঠিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। সোমবার এই উৎসব মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাখি পরালেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ অন্যান্য কাউন্সিলরদের। পাশাপাশি পথচারীদেরও এদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাখি পরান মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিনের এই রাখি বন্ধন উৎসবে মন্ত্রীর পাশাপাশি তৃণমূল দলের জনপ্রতিনিধি থেকে নেতা-নেত্রীরাও উপস্থিত হয়েছিলেন।

এদিন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, পুরসভা এবং ব্লক স্তরের এই রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়েছে। এই রাখি বন্ধন উৎসবের মধ্যেই দাদা ও ভাইদের রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হয়েছে। যেখানে আরজি করে নৃশংস ঘটনায় গোটা দেশকে টনক নড়িয়ে দিয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই মহিলাদের প্রতি সম্মান জানানোর বার্তা এই রাখি বন্ধন কর্মসূচির মাধ্যমেই এদিন দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চালক ও অন্যান্য কর্মীদের উপস্থিতিতে রাখি বন্ধন কর্মসূচি পালন করল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউটিউসি'র জেলা সভাপতি শুভদীপ স্যানাল সহ অন্যান্যরা। এদিন সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে মিষ্টিমুখ করিয়েই হাতে রাখিয়ে পরিয়ে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাক্ষী রেখে আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার জন্য বিচার চাইল হাওড়ার খালনার একটি বৃদ্ধাবাসের মায়েরাও। সোমবার রাখি উৎসবের দিন প্রতীকী এই প্রতিবাদে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী পম্পা মুখার্জি, মহিলা ক্রিকেটার অনিন্দিতা চ্যাটার্জী।

মহিলাদের ওপর নানা অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদে স্মারক লিপি জমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি নিয়ে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে আদিবাসী যুবতীকে খুনের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে-সহ নানা ঘটনার প্রতিবাদে স্মারক লিপি জমা হল। সোমবার সন্ধ্যায় কাঁকসা থানার পুলিশের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এদিন ভারত যাকাত মাঝি পরগনা মহলের পক্ষ থেকে তিনটি বিষয় নিয়ে কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

সংগঠনের সদস্য সন্টু মাড্ডি জানিয়েছেন, আরজি কর হাসপাতালে যে মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়াকে খুন করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঘটনায় দ্রুত দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে প্রশাসনের কাছে। পাশাপাশি গত ১৪ তারিখ রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড় এলাকায় যে আদিবাসী যুবতীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে দোষী ব্যক্তি যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার হয় সেই দাবি ও তোলা হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে তারা ইতিমধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলায় আন্দোলন চলছে।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কলকাতা সহ জেলার বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ মিছিল হলেও সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। আরজি করের

ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যায় কাঁকসার মাধবমাঠে মিছিল করলেন গ্রামের মহিলারা, শিশুরা ও স্কুল কলেজ পড়ুয়ারা। এদিন কাঁকসার মাধব মাঠের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয় মিছিল। মোমবাতি ও প্ল্যাকার্ড হাতে মহিলারা ও পড়ুয়ারা আরজি করের মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি তোলেন। স্কুল কলেজের ছাত্রীরা দাবি তোলে, আরজিকরে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনায় যারা যুক্ত আছে তাদের যেন কঠোরতম শাস্তি হয়। ধর্ষণের ঘটনা যাতে আর না ঘটে প্রশাসন সেই বিষয়ে আরো কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। গ্রামের মহিলারা বলেন, টিভির পর্দায় তারা যা দেখছেন বা শুনছেন। তা সত্যিই শিউরে দেওয়ার মতোই একটা ঘটনা।

বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারা। হিলি ব্লকের মথুরাপুর ১৩৭ নং ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ানদের রাখি পরিয়ে এই বিশেষ উৎসবে সামিল হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের একটি বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয়ের পড়ুয়ার। উল্লেখ্য, পরিবার থেকে অনেক দূরে দেশের সীমান্তে রয়েছেন তাঁরা। গোটা দেশ যখন বিভিন্ন উৎসবে মেতে ওঠে সেই সময়ও তাঁরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত। উৎসবের দিনে পরিবারের জন্য মন খারাপ হলেও কর্তব্য পালনে রয়েছেন সীমান্তে। সীমান্তে দিনরাত সুরক্ষা করছেন তাঁদের রাখি বেঁধে আপন করে নিল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারা। চলে মিষ্টিমুখের পালা। এ বিষয়ে ওই বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা সংগীতা সেন (সরকার) বলেন, 'বিএসএফ আমাদের রক্ষাকবজ। তাঁদের জন্যই আমরা সুরক্ষিত রয়েছি। তাই এই দিনটি তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমরা ৪০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এখানে এসেছি। পড়ুয়ারা তাদের নিজেদের হাতে তৈরি রাখি বিএসএফ জওয়ানদের হাতে বেঁধে দেয়।'

এবছর রাখি বন্ধন উৎসব বয়কট করলেন বাউল গায়ক স্বপন দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবার অভিনব প্রতিবাদ জানালেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বাউল গায়ক স্বপন দত্ত। সোমবার বাউল গায়ক স্বপন দত্ত আরজি কর হাসপাতালের মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়াকে নৃশংসভাবে খুনের প্রতিবাদে কারোর কাছেই রাখি না পরে রাখি বন্ধন উৎসবের আনন্দ বয়কট করলেন। স্বপন দত্ত জানিয়েছেন, আরজি কর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়াকে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বেদনাদায়ক। একজন চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি তিনি তার বোনের মতো ছিলেন। তার ওই বোনের আত্মার শান্তি কামনা করে দোষীদের ফাঁসির দাবি তুলেছেন তিনি। আরজি কর হাসপাতালের সামনেই

হাজির হয়ে বাউল গানে ও বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি আগেই দোষীদের ফাঁসির দাবি তুলেছিলেন। তার মৃত্যুর ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত। তার ওই ডাক্তারি পড়ুয়া বোনের আত্মার শান্তি কামনা করার পাশাপাশি দোষীদের ফাঁসির দাবিতে তিনি এবছর রাখি উৎসব থেকে বিরত থাকলেন। প্রতিবছর তিনি কয়েকশো মহিলার কাছ থেকে রাখি পরেন। কিন্তু এ বছর আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে তার এই সিদ্ধান্ত।

রাখি বন্ধন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেট চত্বরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। পাশাপাশি ওই দিনই একই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব। এই উৎসবে সামিল হন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবু টুডু, একাধিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা কার্জন গেট চত্বরে পথ চলতি মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোগো দেওয়া রাখি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি দেওয়া রাখি বেঁধে দেওয়া হয় পথ চলতি মানুষদের হাতে।

তৃণমূল ও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও উখরা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ও উখড়া অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। উখড়ার সিনেমা হল মোড়ের সামনে পথ চলতি মানুষদের রাখি পরিয়ে করানো হল মিষ্টি মুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপ-প্রধান সহ উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা। উপপ্রধান সরণ সায়গল জানান, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তারা রাখি বন্ধন উৎসব পালন করছেন। তাদের রাখি বন্ধন উৎসবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি দেখতে পাওয়া গেল।

কালনা হাসপাতাল পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার কালনা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন দেবনাথ। রোগী পরিষেবা সচল থাকায় তিনি ডাক্তার এবং নার্সিং স্টাফদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে রাখি পড়েন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিন মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে নার্সিং

স্টাফরা কাজে নিরাপত্তাহীনতার কথা, বাথরুম এবং চেঞ্জিং রুমের সমস্যার কথা জানান। সমস্ত বিষয় শোনার পর মন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায়। মন্ত্রীর আশ্বাসে খুশি নার্সিং স্টাফরা।

জম্মুতে আবার জঙ্গি হানা
নিহত সিআরপিএফ ইনস্পেক্টর

শ্রীনগর, ১৯ অগস্ট: ফের জঙ্গি হামলার নিশানায় জম্মু। কাঠুয়া, রিয়াসি, পুঞ্চের পরে এ বার উধমপুর জেলায়। সোমবার দুপুরে বসন্তগড়ে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের এক ইনস্পেক্টর।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) পেরিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে জঙ্গিদের একটি দল অনুপ্রবেশ করেছে খবর পেয়ে সোমবার সকাল থেকে বসন্তগড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ সন্ত্রাস দমন শাখা এসওজি (স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ)। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন অতর্কিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা।

প্রসঙ্গত, কাশ্মীর উপত্যকার পাশাপাশি জুন মাস থেকে ধারাবাহিক ভাবে জম্মুতে হামলা চালাচ্ছে জঙ্গিরা। পাক জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের ছায়া সংগঠন ‘কাশ্মীর টাইগার’ কয়েকটি হামলার দায়ও স্বীকার করেছে। অভিযোগ, কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাস দমনে যতটা ‘নজর’ দেওয়া হচ্ছে জম্মুর ক্ষেত্রে তা নয়। এর মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি করা হয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রশিক্ষণশিবির থেকে নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) পেরিয়ে জম্মুতে অনুপ্রবেশ করেছে অন্তত ৬০ জন জঙ্গি। এর জেরে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে তিন দফায় বিধানসভা ভোটপর্ব হবে। তার আগে পাক জঙ্গিরা হামলার অভিঘাত বাড়াতে পারে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা আধিকারিকেরা।

ভুয়ো এনসিসি শিবিরে ১৩ নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণ
গ্রেপ্তার স্কুল শিক্ষক-সহ ৫

চেন্নাই, ১৯ অগস্ট: ভুয়ো এনসিসি ক্যাম্পের নামে স্কুলে ১৩ নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি এলাকায়। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্যাম্পের আয়োজক স্কুলের প্রিন্সিপাল, দুই শিক্ষক-সহ মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, এক বেসরকারি স্কুলে এনসিসি ক্যাম্প করার প্রস্তাব দিয়েছিল একটি সংস্থা। স্কুলকে জানানো হয়, এই ক্যাম্পের আয়োজন করলে পরবর্তী সময়ে স্কুলটি এনসিসি ইউনিটের যোগ্য করে তুলবে তারা। সংস্থা সঠিক না ভুয়ো যাচাই না করেই ৩ দিনের জন্য ওই সংস্থাকে ক্যাম্প আয়োজনের অনুমতি দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ১৭ নাবালিকা হয় মোট ৪১ জন পড়ুয়া অংশ নেয় ক্যাম্পে। মেয়েদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয় স্কুলের প্রথম তলায় অডিটোরিয়ামে এবং ছেলেদের জন্য নিচে। ক্যাম্পের তদারকির জন্য ছিল না স্কুলের কোনও শিক্ষক। অভিযোগ, রাতে অডিটোরিয়াম থেকে মেয়েদের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদের যৌন নিগ্রহ করা হয় এবং এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয়।

এই ঘটনায় জেলা পুলিশ সুপার পি থাঙ্গাদুরাই বলেন, এনসিসি ক্যাম্পের নামে পড়ুয়াদের যৌন নিগ্রহ হয়েছে এ কথা জানতো স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া তো দূর। গোটা ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে স্কুল। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, এর আগেই একাধিক স্কুলে এমন ভুয়ো এনসিসি ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল ওই সংস্থা। সেখানেও পড়ুয়াদের সঙ্গে যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। নির্যাতিতাদের মেডিক্যাল টেস্টের পাশাপাশি পক্সো আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যৌন নিগ্রহ ও গোটা ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অপরাধে স্কুলের প্রিন্সিপাল-সহ মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ৩০ বছর বয়সি এনসিসি আধিকারিক শিবরামণ নামে এক অভিযুক্তের তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশের দাবি, এই ব্যক্তিই রাতে মেয়েদের বাইরে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করত। ৮ অগস্ট এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে সে। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জমি দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে স্বস্তি সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ১৯ অগস্ট: জমি দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে সাময়িক স্বস্তি পেলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। আদালতের নির্দেশে অন্তর্বর্তীকালীন ‘রক্ষাকবচ’ পেলেন তিনি। আগামী ২৯ অগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত কোনওরকম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, সোমবার নির্দেশ দিল আদালত।

সম্প্রতি জমি বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়ার স্ত্রী পার্বতী এবং শ্যালক মল্লিকার্জুনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়। সেই সূত্রে সিদ্দারামাইয়ার নাম জড়ায় এই মামলায়। শনিবার এই মামলায় বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমোদন দেন কর্নাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী। সিদ্দারামাইয়া দাবি করেন, রাজ্যপালের নির্দেশ সম্পূর্ণ ‘বেআইনি’। তাঁকে এবং রাজ্য সরকারকে বদনাম করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

এদিন হাইকোর্টের তরফে বলা হয়, পুরো বিষয়টি তারা শুনছেন। পরবর্তী শুনানির মধ্যে বাকি বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে। শুনানির দিন ঠিক হয়েছে ২৯ অগস্ট। সিদ্দারামাইয়ার হয়ে মামলা লড়ছেন অভিষেক মনু সিংভি। তিনি দাবি করেন, নির্বাচিত সরকারের উপর আঘাত হানার চক্রান্ত চালাচ্ছে বিরোধীরা। এদিকে সিদ্দারামাইয়ার পদত্যাগের দাবি তুলেছে বিজেপি। সেই দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে গেরুয়া শিবিরের রাজ্য নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ করা সব দলের রাজনীতির অঙ্গ। তিনি আরও বলেছেন, ‘বিচার বিভাগের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমি নিশ্চিত যে রাজ্যপালের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেবে আদালত।’

অন্ধ্রপ্রদেশের অনাথাশ্রমে বিষক্রিয়ায় মৃত ৩ শিশু
গুরুতর অসুস্থ আরও ৩৪

অমরাবতী, ১৯ অগস্ট: খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে মৃত্যু হল তিন শিশুর। অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন আরও ৩৪ জন। রবিবার এমনই ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি অনাথাশ্রমে।

অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপল্লি জেলায় একটি গির্জা পরিচালিত ওই অনাথাশ্রমে ৮৬ জন শিশুর বাস। রবিবার সকালে প্রাতরাশের পরেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই শিশুদের একাংশ। কারও পেটে ব্যথা, কারও বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। একের পর এক পড়ুয়ার মধ্যে একই উপসর্গ ধরা পড়ায় আতঙ্ক ছড়ায় গোটা অনাথাশ্রমে। একসঙ্গে এত পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন কর্তৃপক্ষও। তড়িঘড়ি অসুস্থ শিশুদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পৌঁছন রাজ্যের উপ-শিক্ষা কর্মকর্তাও।

রবিবারই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তিন শিশুর। তাদের তিনজনেরই বয়স ন’বছরের কম। বাকি শিশুদের চিকিৎসা চলছে আনাকাপল্লি এবং বিশাখাপত্তনম জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে। মৃত শিশুদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে সে রাজ্যের সরকার। কীভাবে বিষক্রিয়া ছড়াল তা খতিয়ে দেখতে ওই খাবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। উপ-শিক্ষা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে চলছে তদন্ত।

যুদ্ধ বন্ধের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে মধ্যস্থতা করবে না ভারত

নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট: রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়ে আগ্রহী নয় ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইউক্রেন সফরের ঠিক আগে বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্রের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। তবে শান্তি প্রক্রিয়ায় মস্কো এবং কিভের মধ্যে বার্তা সমন্বয়ের কাজ নয়াদিল্লি করতে পারে বলে সোমবার জানিয়েছে কেন্দ্র। আগামী ২৩ অগস্ট ইউক্রেন সফরে যাচ্ছেন মোদি। সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে এই প্রথম ইউক্রেন সফরে যাচ্ছেন মোদি। এর আগে বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছিল, সংঘাতে ইতি টানতে ভারতের তরফে প্রয়োজনীয় প্রয়াস নেওয়া হবে বলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন মোদি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং. ও-এসি-টি-১২৪-২৪-২৫ (ওপেন) তারিখঃ ১৬.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র.নং.১, কেস নং.ঃ ও-এসি-টি-১২৪-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনি.ডিইএন/II/এএসএন-এর অধীনে জসিডি, জংশনে টয়লেট কিচেন মেস খাওয়ার জায়গা ইত্যাদি সমেত নতুন ১০ শয্যার আরপিএফ লেডিস ব্যারাক নির্মাণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩১,৬৯,৭৩৭.৭৪ টাকা **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৬৩,৪০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১২ টায়। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (ASN-150/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

একমাসে অঙ্ক বদল, প্রেসিডেন্ট দৌড়ে এগিয়ে কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন, ১৯ অগস্ট: জো বাইডেনের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হচ্ছেন কমলা হ্যারিস। সেই খবর ছড়ানোর পর থেকেই মার্কিন মুলুকে হারানো জমি যেন ফিরে পাচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা। সদ্যসমাপ্ত একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ। উল্লেখ্য, বাইডেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী থাকাকালীনও এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। সেই সময়ের থেকে বেশি জনমত গিয়েছে কমলার দিকে।

চলতি বছরের শেষেই আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করে ডেমোক্র্যাটরা। কিন্তু ৮১ বছর বয়সি নেতা কি আগামী চার বছর ধরে আমেরিকাকে পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম? মার্কিন রাজনীতিতে সেই প্রশ্ন ছিলই। এহেন পরিস্থিতিতে তৃতীয়বারের জন্য কোভিড আক্রান্ত হন বাইডেন। শারীরিক কারণে বাইডেনের পরিবারও চায়নি ফের ভোটে লড়াই করুন তিনি। এই সব কানাঘুষোর মাঝেই বর্ষীয়ান ডেমোক্র্যাট নেতা নির্বাচন থেকে সরে আসার কথা ঘোষণা করেন।

তবে নিজের উত্তরসূরি হিসাবে বারবার কমলা হ্যারিসের নাম জানিয়েছিলেন বাইডেন। ইতিমধ্যেই ডেমোক্র্যাট পদপ্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছেন কমলা। নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সরকারিভাবে তাঁর নাম ঘোষণা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। সোমবার থেকে শিকাগোয় শুরু হবে ডেমোক্র্যাটদের কনভেনশন। দলের নানা স্তরের ৩,৯০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন এই কনভেনশনে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৪৪৪৩-জিআরসি-সিই-সি-এইচকিউ-৬১-২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এইচকিউ/জিআরসি কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। খোলার তারিখে টেন্ডারগুলি দুপুর ১২টায় বন্ধ করা হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনে নারায়ণগড়-ভদ্রক ৩য় লাইন প্রকল্পের অধীনে রানীতাল স্টেশন ইয়ার্ড সহ রানীতাল-রানীতাল লিংক জংশন কেবিন শাখার পরিপ্রেক্ষিতে ৩য় লাইন গঠনে পাড়-এর তলার দিকের অংশ তৈরি, ক্ষুদ্র সেতুতে প্রবেশ পথের পাড়, সুরক্ষার কাজ, স্টেশনের রাস্তায় প্রবেশ পথের আরসিসি নির্মাণের কাজ, বাকি কাজ, পিএফ নং ৫ এবং ৬-এ প্ল্যাটফর্ম শেল্টারের কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পি.ওয়ে কাজ সমেত বাকি অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১০.৪০ কোটি টাকা, **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৬,৬৯,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৯.০৯.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-491)

উপত্যকায় সেনা জওয়ানদের রাখি বাঁধলেন মেয়েরা

শ্রীনগর, ১৯ অগস্ট: সীমান্তে সেনা জওয়ানদের হাতে রাখি বেঁধে দিচ্ছেন গ্রামের মেয়েরা। সোমবার এমনই দৃশ্য দেখা গেল কাশ্মীরে। জম্মু ও কাশ্মীরের উরি এলাকায় লাইন অফ কন্ট্রোল বরাবর ছোট্ট গ্রাম সোনি। সেখানেই রাখিবন্ধনের দিন সীমান্তের ভারতীয় সেনা জওয়ান ‘ভাই’দের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন মেয়েরা। সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরা জারি রাখার জন্য ধন্যবাদও জানালেন সেনা জওয়ানদের। বিনিময়ে সেনা জওয়ানরাও প্রতিশ্রুতি দেন, যে কোনও ক্ষতির হাত থেকে গ্রাম তথা দেশবাসীকে রক্ষা করবেন তাঁরা।

স্থানীয় মহিলা সিরাত বানো সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘সীমান্তে আমাদের রক্ষা করার জন্যই আমরা বোনেরা ভাইদের হাতে রাখি বেঁধেছি।’ আর এক গ্রামবাসী নাজির আহমেদ জানাচ্ছেন, সীমান্তে শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির প্রতীক হিসাবেই রাখিবন্ধন প্রথাকে বেছে নিয়েছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ অগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর সীমান্তের কাছে সেনাদের হাতে রাখি বেঁধে দেয় সেখানকার স্কুলছাত্রীরা। চলে মিষ্টি বিতরণ। সোমবার রাখিবন্ধন উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। মোদি বলেছেন, ‘ভাই- বোনের ভালবাসার প্রতীক এই উৎসব। রাখিবন্ধনের দিনটিতে নতুন মাধুর্যে ভরে উঠুক আপনাদের জীবন। জীবনে আসুক সুখ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য।’

কেন্দ্রীয় হাসপাতালগুলিতে বাড়ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট: কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব অপূর্ব চন্দ্রকে উদ্ধৃত করে এক্স হ্যান্ডলে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএনআই। স্বাস্থ্যসচিব বলেছেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ প্রতিটি হাসপাতালে নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা ২৫ শতাংশ বর্ধিত করা হবে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য কেন্দ্রের অধীনস্থ হাসপাতালগুলিতে মার্শালদের মোতায়েন করা হবে। একই সঙ্গে আরও বেশি সিসি ক্যামেরা ও অন্যান্য নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার হবে।’

আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ চলছে গোটা দেশে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলায় সেমিনার কক্ষ থেকে মিলেছিল চিকিৎসকের দেহ। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত কী ভাবে হাসপাতালের চারতলায় পৌঁছে গেলেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে চিকিৎসক মহলে। প্রশ্ন উঠেছে কর্মস্থলে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে।

এই প্রতিবাদ, আন্দোলনের আবহেই দেশের অন্যতম বড় চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন পাঁচ দফা দাবিতে শনিবার ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল। যার প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই-সহ দেশের একাধিক বড় শহরে। সংগঠনের পাঁচ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল, কর্মস্থলে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা। শনিবারই কেন্দ্রের তরফে চিকিৎসকদের কাজে ফেরার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কেন্দ্র আশ্বাস দেয়, হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা সুপারিশের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নুতনহাট, থানা রোড, গ্রাম ও পোস্ট- কান্দি রাধাবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭
ই-মেইল: k5160@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) ও ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৭.০৯.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে “**যেখানে যেমন আছে**”, “**যা আছে তা আছে**” এবং “**সেখানে যা কিছু আছে**” ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর **১,৮০,৩৫,২১০.৫৮ টাকা** (এক কোটি আশি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশো দশ টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) **(বিবি + এমওআই = ১,৬৫,২৪,৭৪২.৫৮ টাকা + ১৫,১০,৪৬৮.০০ টাকা) ১৪.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ.এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম (অংশীদার - ১: জনাব বাবর আলী এবং অংশীদার - ২: জনাব ইয়ারউদ্দিন সেখ),** গ্রাম এবং পোস্ট - কুন্ডল, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স এইচ.এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম** **অংশীদারগণ:** **১. জনাব বাবর আলী** **২. জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ** **উভয়েরই ঠিকানা:** গ্রাম এবং পোস্ট - কুন্ডল, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ **অংশীদারগণ / বন্ধকদাতাগণ / জামিনদারগণ** **১. জনাব বাবর আলী** পিতা- মরহুম ইনাল হক গ্রাম - কাটনা, পোস্ট- নবদুর্গা, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ **২. জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ** পিতা- কালু সেখ, গ্রাম - বালিয়াহাট, পোস্ট- কান্দি বালিয়া, থানা- খড়গ্রাম, জেলা , মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৭ **খ) কান্দি শাখা**	রেজিস্টার্ড দলিল নং ২২৮/২০২০, তারিখ- ১০.০১.২০২০ বন্ধকীকৃত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সেখানে থাকা নির্মাণ সহ যার জে.এল. নং ০১২, মৌজা - কুন্ডল, থানা- বুরওয়ান, কুন্ডল মৌজায় অবস্থিত , জে.এল. নং ০১২, কল্যাণপুর ২ জিপি (গ্রাম পঞ্চায়েত) এর অধীনে জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৬৮ নিম্নলিখিত বিবরণ সহ- খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৫৮৭ এলআর প্লট নং ৭৮৮ মোট এলাকা - ৬০.৭৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ- পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং), **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ** -এর নামে, পিতা- কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ৫৮৭ এলআর প্লট নং ৭৮৮ মোট এলাকা - ৬০.৭৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং), **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ১১২৯ এলআর প্লট নং ১১৪৬ মোট এলাকা - ২.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে,** পিতা- কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এলাকা- ০.৭৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, জনাব **আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে,** পিতা-কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট এলাকা- ০.২৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে,** পিতা-কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট এলাকা- ১.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে** পিতা- কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এলাকা- ২.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে,** পিতা-কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এলাকা- ২.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এলাকা- ০.৭৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং. ৫৯২, এলআর প্লট নং. ৭৮৫, মোট এলাকা- ০.২৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট এলাকা- ১.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এলাকা- ২.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক।	**১,৮০,৩৫,২১০.৫৮ টাকা** (এক কোটি আশি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশো দশ টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) **(বিবি + এমওআই = ১,৬৫,২৪,৭৪২.৫৮ টাকা + ১৫,১০,৪৬৮.০০ টাকা) ১৪.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৮৫.৪৭ লক্ষ টাকা (*)** (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১৮.৫৫ লক্ষ টাকা** (আঠারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30295237019** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ২৭.০৯.২০২৪ সময়: দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://www.ebkray.in**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.ebkray@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ অংশীদার(গণ)/জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এরও প্রতি

তারিখ: ১৯.০৮.২০২৪
স্থান: কান্দি
অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর
কোড নং: ১৫৩৪২, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪।
সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা- শ্রী অভি চ্যাটার্জি ব্যাংক থেকে তাঁর প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে তাঁকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তা প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত এসেছে এবং এতদ্বারা এই উপায়ে তাঁকে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম সহ ঠিকানা এবং এ/সি নং	সম্পত্তির বিবরণ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী অভি চ্যাটার্জি** পিতা- রতন চ্যাটার্জি। **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং - ৫বি। ৫ম ফ্লোর, হোল্ডিং নং- আরজিএম-১৪/৬৫, প্রেমিসেস নং- ১১/১০৭, থানা- রাজারহাট, ইস্ট মল রোড, কলকাতা - ৭০০০৮০ **এবং** শ্যাম রায় পাড়া, পোস্ট ও থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৯ **হাউজিং টার্ম লোন** **এ/সি নং- ৩৫৬১৩৯৭৮২৪৭** **নাগের বাজার শাখা**	ফ্ল্যাট নং , ৫বি (দক্ষিণ-পূর্ব) দিকের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ৬০৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট এলাকা (২৫% সার্ভিস এরিয়া সহ) যার আছে একটি বেড রুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট টালির মেঝে সহ জি + ৫ তলা বিল্ডিংয়ের পঞ্চম ফ্লোরে সেইসঙ্গে ডিড অফ কনভেয়েন্স এর তফসিল -এ তে উল্লেখিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের অবিভক্ত আনুপাতিকভাবে এবং অবিভক্তভাবে শেয়ার এবং আগ্রহ এবং ওয়ার্ড নং- ১৪, থানা- বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১১০ তে অবস্থিত, বই নং -১, ভলিউম নং - ১৫২৩- ২০১৬, পৃষ্ঠা ২৭০৭৪৫ থেকে ২৭০৭৬৮ পর্যন্ত বিয়িং নং- ১৫২৩০৮৮০৪ সাল- ২০১৬ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, এ.ডি.এস.আর. রাজারহাট, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে নিবন্ধিত। **শ্রী অভি চ্যাটার্জির নামে সম্পত্তিটি আছে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- অন্যের জমি ও বাড়ি, দক্ষিণে-১২ ফুট প্রশস্ত রোডে, পূর্বে- জমি ও বাড়ি, পশ্চিমে-১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	১৩.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	৮,৯১,২৯২.৫৯ টাকা **(আট লক্ষ একানব্বই হাজার দুইশো বিরানব্বই টাকা এবং উনষাট পয়সা মাত্র)** ০৭.০৮.২০২৪ অনুযায়ী। এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদির সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার/আইনগত উত্তরাধিকারীদের এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

সারফেইসি অ্যাক্ট’২০০২ এর অধীন আমাদের পূর্ববর্তী সকল নোটিশ প্রত্যাহার ও বাতিল করা হল।

তারিখ: ২০.০৮.২০২৪
স্থান: বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কলকাতা লিগে মহমেডান ম্যাচেও এবার আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার যুবভারতীর সামনে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সমর্থকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ এবং ডার্বি বাতিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন মহমেডানের সমর্থকেরা। সোমবার মহমেডানের ম্যাচেও দেখা গেল প্রতিবাদ। ম্যাচের মাঝে উঠল স্লোগান। ম্যাচের পর 'জাস্টিস ফর আরজি কর' লেখা টিশার্ট সামনে ধরে ছবি তুললেন ফুটবলারেরা।

সোমবার কলকাতা লিগে এরিয়ানের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে খেলতে নেমেছিল মহমেডান। সেই ম্যাচ ৪-১ গোলে জিতেছে তারা। হ্যাটট্রিক করেন ইসরাফিল দেওয়ান। অপর গোল মহীতোষ রায়ের। ম্যাচের পর দর্শকাসনের সামনে গিয়ে 'জাস্টিস ফর আরজি কর' লেখা টিশার্টের সঙ্গে ছবি তোলেন দুই গোলদাতা। এর পর সেই জার্সিই মাঠে এনে কয়েক জন ফুটবলার ছবি তোলেন।

ম্যাচের মাঝেও শোনা গিয়েছে 'জাস্টিস ফর আরজি কর' স্লোগান। সমর্থকেরা গলা মিলিয়েছেন তাতে। আরজি কর-কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতা ময়দানে। রবিবারের বিক্ষোভের পর সোমবারের ম্যাচেও দেখা গেল প্রতিবাদ। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ রয়েছে নিজেদের মাঠে। সমর্থকেরা আগে থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যেখানেই ম্যাচ হবে সেখানেই তাঁরা প্রতিবাদ করবেন। আপাতত দেখার লাল-হলুদের ম্যাচে কী হয়।

এ দিন প্রথমার্ধে এরিয়ান এগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতা ফেরায় মহমেডান। বাঁকানো শটে গোল করেন মহীতোষ। ৬০ মিনিটে প্রথম গোল করেন ইসরাফিল। সংযুক্তি সময়ে তিনি আরও দু'টি গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। লিগের পয়েন্ট তালিকায় ১০ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এল মহমেডান।

এ দিকে, সোমবার নেপালের ললিতপুরে ভারতের অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ ছিল ভুটানের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে ভারতের একমাত্র গোল করেন বাংলার মণিরুল মোল্লা। গোলের পর তিনিও জার্সি তুলে আরজি কর-কাণ্ডের বিচার চান।

বাতিল ডার্বির টিকিটের দাম ফেরত দেওয়ার ঘোষণা আয়োজকদের, বিক্রি শুরু মোহনবাগান ম্যাচের টিকিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার ডুরান্ড কাপে কলকাতা ডার্বি ছিল। নিরাপত্তা এবং পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকায় সেই ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিক্রি হওয়া টিকিটের দাম আগেই ফেরত দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন আয়োজকেরা। সেই অনুযায়ী সোমবার থেকে টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মোহনবাগান বনাম পঞ্জাব কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের টিকিট বিক্রিও শুরু হয়েছে।

সোমবার ডুরান্ড কাপের এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) একটি পোস্টে জানানো হয়েছে, অনলাইনে যাঁরা টিকিট কেটেছেন তাঁদের অর্থ ফেরত দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সাত দিনের মধ্যে নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সেই অর্থ ঢুকে যাবে।

তবে অফলাইনে যাঁরা টিকিট কেটেছেন তাঁরা কী ভাবে টাকা ফেরত পাবেন তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। এ নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে

ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কারণ, বেশির ভাগই অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেননি। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে টিকিট 'সোল্ড আউট' হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। বৃষ্টি মাথায় প্রচুর সমর্থককে দুই প্রধানের তাঁবুর বাইরে লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে দেখা গিয়েছিল। কবে তাঁরা অর্থ ফেরত পাবেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন সমর্থকেরা।

এ দিকে, ২৩ অগস্ট জামশেদপুরে কোয়ার্টারে খেলবে মোহনবাগান এবং পঞ্জাব এফসি। অনলাইনে সেই ম্যাচের টিকিট ছাড়া শুরু হবে ১৯ অগস্ট থেকে। অফলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে ২১-২৩ অগস্ট, সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

অভিষেকে ভালো খেলেও হাসিমুখে মাঠ ছাড়তে পারলেন না এমবাপ্পে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লা লিগায় মৌসুমের প্রথম ম্যাচে সবার চোখ ছিল কিলিয়ান এমবাপ্পের ওপর। এর আগে উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা জিতে রিয়ালের হয়ে নিজের যাত্রা শুরু করলেও লা লিগায় অভিষেকটা নিশ্চিতভাবেই বিশেষ কিছু। কিন্তু সেই অভিষেকে ভালো খেলেও হাসিমুখে মাঠ ছাড়তে পারেননি এমবাপ্পে।

মায়োর্কার মাঠে রিয়াল ম্যাচ ড্র করেছে ১-১ গোলে। ম্যাচে একাধিকবার গোলের কাছাকাছি গিয়েও কখনো ফিনিশিং ব্যর্থতায়, আবার কখনো প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় গোল পাওয়া হয়নি এমবাপ্পের। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটাও রিয়াল আর জিততে পারেনি।

মায়োর্কার বিপক্ষে উয়েফা সুপার কাপের একাদশ নিয়েই দলকে নামান রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। অর্থাৎ প্রথম থেকেই মাঠে ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো, জুড বেলিংহাম ও এমবাপ্পে। চোখধাঁধানো এই আক্রমণভাগ নিয়ে শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলে রিয়াল। ম্যাচজুড়ে ৬৭ শতাংশ বলের দখল ছিল তাদের কাছে।

তবে বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও সুযোগ তৈরিতে রিয়ালের সঙ্গে পাল্লা দেয় মায়োর্কা। রিয়াল ১৩ শটের ৫টি রাখে লক্ষ্যে, অন্যদিকে মায়োর্কার ১২টি শটের ৫টিই লক্ষ্যে ছিল। এদিন ম্যাচের ১৩মিনিটেই রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। বক্সের ভেতর ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের দারুণ এক ব্যাকহিলে বল পান রদ্রিগো। এরপর জায়গা বের করে নিয়ে দুর্দান্ত এক শটে গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। গোল করেও দমে যায়নি রিয়াল। দারুণ কিছু আক্রমণে মায়োর্কার রক্ষণকে কাঁপিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস-এমবাপ্পেরা। কিন্তু পরের গোলটি আসেনি কোনোভাবেই। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরিতে যায় রিয়াল। বিরতির পর ম্যাচের ৫৩ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

কর্নার থেকে বল পেয়ে জোরালো এক হেডে গোল করে মায়োর্কাকে সমতায় ফেরান ভেদাত মিউরিকি। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও এরপর আর লিড নিতে পারেনি রিয়াল। উল্টো তারা আরও ধাক্কা খায় ম্যাচের যোগ করা সময়ে ফেরলান্দ মেন্দি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়ে গেলে।

ম্যাচ শেষে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, 'আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। এই ম্যাচটা ভালো ছিল না। এই ম্যাচ পরিষ্কারভাবে দেখায়, রক্ষণে আমাদের আরও ভালো করতে হবে। আর মাঠেও আমাদের আরও ভালো ভারসাম্য পেতে হবে।'

দলের পারফরম্যান্সে হতাশ আনচেলত্তি অবশ্য এই ম্যাচ থেকে শিক্ষাও নিতে চান, 'আমাদের আরও ভালো করতে হবে। এই ম্যাচে আমাদের শেখার মতো অনেক কিছু আছে। এটি এমন একটি ম্যাচ, যা পরিষ্কারভাবে দেখায় যে কোথায় আমাদের ভুল ছিল। রক্ষণের দিক থেকে মায়োর্কা আমাদের চেয়ে ভালো ছিল।'

সৌদি সুপার কাপ ফাইনালে আল নাসেরের বিপর্যয়, লিগ শুরুর আগে ছাঁটাই হতে পারেন রোনাল্ডোদের কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন দিন পর শুরু হবে সৌদি প্রো লিগ। তার আগেই কোচ ছাঁটাই করতে পারে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসের। সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে আল হিলালের কাছে ১-৪ গোলে হারার পর পর্তুগিজ কোচ লুইস কাস্ত্রোকে আর রাখতে চাইছেন না আল নাসের কর্তৃপক্ষ।

কাস্ত্রোর কাজে বেশ কিছু দিন ধরে অসন্তুষ্ট ছিলেন ক্লাব কর্তারা। দলের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগ, রোনাল্ডো-সহ দলের ফুটবলারদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। শনিবার সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পরেও ১-৪ গোলে হার মেনে নিতে পারছেন না ক্লাব কর্তারা। তার উপর দলের খেলায় হতাশ রোনাল্ডো খেলার মাঝে প্রকাশ্যে সতীর্থদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তা ভাল ভাবে নেননি কর্তারা। এ সব কিছুকে কোচ কাস্ত্রোর ব্যর্থতা হিসাবেই দেখছেন তাঁরা।

রোনাল্ডোরা এখন সৌদি প্রো লিগের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। কিন্তু শক্তিশালী দল পেয়েও প্রত্যাশা মতো সাফল্য দিতে না পারায় কাস্ত্রোর উপর আর নির্ভর করতে চাইছেন না ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তাই লিগ শুরুর আগেই কোচ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত এক রকম চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তাঁরা। নতুন কোচ কে হবেন, তা এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ্য, রোনাল্ডোর মতামত নিয়েই কাস্ত্রোর হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন আল নাসের কর্তারা।

সুপার কাপ ফাইনালের প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকা আল নাসের হেরে গিয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে আল হিলালের ১৭ মিনিটের ঝড়ে। ৫৫ থেকে ৭২ মিনিটের মধ্যে চারটি গোল করেন আল হিলালের ফুটবলারেরা। এই সময় মাঠে এক রকম খুঁজেই পাওয়া যায়নি রোনাল্ডোদের। আল হিলালের দুই সার্ব ফুটবলার সেগেই মিলিনকোভিচ সাভিচ এবং আলেক্সান্দার মিত্রোভিচ দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

আরজি কর আন্দোলন নিয়ে ভারতের বাবা-মায়েদের যা বললেন সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ফুঁসছে প্রতিবাদ আর ক্ষোভে। সেই প্রতিবাদ আর ক্ষোভের আগুন কলকাতা থেকে পুরো ভারত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ।

আর জি কর,কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার কণ্ঠ মেলালেন ভারতের টি, টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। ইনস্টাগ্রামে একটি টেমপ্লেট পোস্ট শেয়ার করে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন তিনি।

সূর্যকুমার যে টেমপ্লেট পোস্টটি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন, সেটির শুরুতে 'আপনার মেয়েকে রক্ষা করুন' লেখা বাক্যটা কেটে দেওয়া। এরপর নিচে লেখা আছে, 'আপনার ছেলেকে শিক্ষিত করুন এবং (শিক্ষিত করুন) আপনার ভাই এবং আপনার বাবা এবং আপনার স্বামী এবং আপনার বন্ধুদের।'

সূর্যকুমার অবশ্য আর জি কর ট্র্যাজেডি নিয়ে কথা বলা প্রথম ক্রিকেটার নন। এর আগে

প্রতিবাদীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন ভারতের পেসার যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ ও মোহাম্মদ শামি এবং নারী ক্রিকেটার জেমিমা রদ্রিগেজ।

কিছুদিন আগে বুমরা শেয়ার করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের একটি ইনস্টাগ্রম স্টোরি। সেখানে লেখা ছিল, 'আরেকটি নৃশংস ধর্ষণ। মেয়েরা যে কোথাও নিরাপদ নয়, সেটা উপলব্ধি করার আরেকটি দিন। নির্ভয়া ট্র্যাজেডির যে এক দশক পার হয়ে গেছে, আমাদের সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার মতো একটি ভয়ানক নৃশংসতা। কিন্তু এখনো কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

সিরাজ কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম কোলাজ করে একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'এবার আপনারা কী অজুহাত দেবেন অথবা এটা কি তাঁর (ভুক্তভোগী) দোষ? কারণ, পুরুষ তো পুরুষই, না?' এ ছাড়া গতকাল ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান ও মোহামেডান ক্লাবের সমর্থকেরা কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামের বাইরে জড়ো হয়ে আর জি কর, কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কোন ক্লাবে কত দেশের খেলোয়াড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিগ ইংল্যান্ডের। সব দলের সব খেলাও হয় সে দেশেই। একই সূত্রে আয়ের সিংহভাগ আর প্রচার-প্রসারও হয় ইংল্যান্ডের। তবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা প্রতিটি ক্লাবই 'বহুজাতিক'। একেকটি ক্লাবেই যে অন্তত দশের বেশি বিদেশি খেলোয়াড় আছেন। যাঁরা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে স্রেফ ফুটবলীয় দক্ষতার জোরে সেখানে হাজির হন।

এবার যেমন এক ব্রাইটনেই আছে ২১টি দেশের ফুটবলার। লিভারপুলে আছে ১৭ দেশের খেলোয়াড়। বিদেশির সংখ্যায় খুব একটা পিছিয়ে নেই টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি আর চেলসিও। ২০২৪-২৫ মৌসুমে অংশ নেওয়া দলগুলোর মূল দলের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে এমন তথ্য।

এ সপ্তাহে শুরু হওয়া প্রিমিয়ার লিগের ২০ ক্লাবের মূল দলের খেলোয়াড়দের জাতীয়তা বিশ্লেষণ করেছে ট্রান্সফারমার্কেটডটকম। মূল দল বলতে বোঝানো হয় লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া খেলোয়াড় তালিকা। দলগুলো এই তালিকার বাইরে থাকা ক্লাবের বয়সভিত্তিক দল থেকেও পরবর্তী সময়ে অনুমতিক্রমে খেলোয়াড় মাঠে নামাতে পারে। এ ছাড়া জানুয়ারির দলবদল বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হালনাগাদও করতে পারে।

ট্রান্সফারমার্কেটের হিসাব অনুসারে, এই মুহূর্তে ব্রাইটনে ইংল্যান্ড ছাড়া আরও ২০টি দেশের

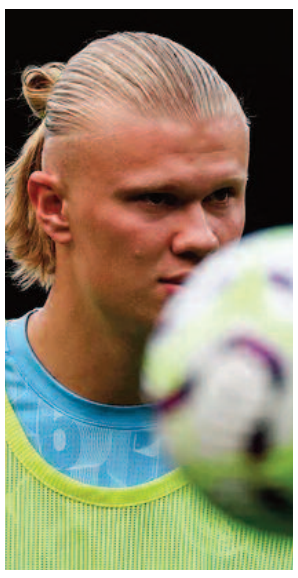

খেলোয়াড় আছেন। মহাদেশের দিক থেকে দেখলে সাত মহাদেশের মধ্যে ৬টিরই খেলোয়াড় আছে এই দলে। জনবিরল অ্যান্টার্কটিকার কারও থাকার অবশ্য উপায়ও নেই। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯টি ভিন্ন জাতীয়তার খেলোয়াড় আছে বোর্নমাউথে। ১৮ দেশের খেলোয়াড় নিয়ে তৃতীয় স্থানে উলভারহ্যাম্পটন।

প্রিমিয়ার লিগে যে দলগুলোকে 'বিগ সিক্স' বলা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাতীয়তার খেলোয়াড় লিভারপুলে;১৭। চেলসি আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আছে ১৬ দেশের প্রতিনিধিত্ব। ২০ দলের তালিকায় ১৫ দেশের খেলোয়াড় নিয়ে ১১ নম্বরে অবস্থান আর্সেনালের। আর ম্যানচেস্টার সিটি আছে ১৭ নম্বরে, ভিন্ন জাতীয়তার সংখ্যা ১২।

সবচেয়ে কম জাতীয়তার উপস্থিতি এভারটনে;৯। এর চেয়ে এক বেশি আছে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে উঠে আসা ইপসউইচে।

ট্রান্সফারমার্কেটের অন্য একটি তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ২০২৪-২৫ মৌসুমে সবচেয়ে বড় স্কোয়াড চেলসির। টানা তিন বছর ধরে দলবদল বাজারে প্রচুর কেনাকাটা করা ক্লাবটিতে এখন খেলোয়াড়সংখ্যা ৪২। এদের মধ্যে বিদেশিই ২৫ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ জন খেলোয়াড় আছে ব্রাইটনে, বিদেশি ২৬। ৩৫ খেলোয়াড় নিয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেড তৃতীয় এবং ৩৩ জন করে খেলোয়াড় নিয়ে উলভস ও সাউদাম্পটন যৌথভাবে চারে আছে।

গত মৌসুমের বেশির ভাগজুড়ে শিরোপা লড়াইয়ে থাকা দলগুলোর স্কোয়াড অবশ্য খুব বড় নয়। সিটির ২৬, লিভারপুলের ২৭ আর আর্সেনালের ২৩। এই তিন দলের বিদেশির সংখ্যা যথাক্রমে ১৮, ২০ ও ১৭। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিদেশি ২১ জন, স্কোয়াড ৩২ জনের।

এ বছরের এপ্রিলে প্রিমিয়ার লিগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ১৯৯২ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত মোট ১২৩টি দেশের খেলোয়াড়েরা প্রিমিয়ার লিগে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ মৌসুমে ২০ ক্লাবে ছিল ৬৮টি দেশের খেলোয়াড়।

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার ছায়া কেরলের জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসরে

রূপম চট্টোপাধ্যায়

দু বছর অন্তর জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। এবার মস্কো-ফিট ৫ আয়োজিত হয় কেরলে । সেই আসরে আওয়াজ উঠল দেশের কন্যা সন্তানদের আত্মরক্ষার জন্য গান নাচ আঁকা এসবের আগে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ জরুরী। এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় বাঙলার প্রায় ২৫ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশ নিয়েছিল। ১৬-১৭ অগাষ্ট কেরালার তিরবনন্তপুরমের কোবালম সি বিচ লাগোয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো এশিয়ান সিলেকশন । হাজির ছিল বাঙলা , উত্তরপ্রদেশ, কেরল , বিহার, তামিলনাড়ু কর্নাটক সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের প্রতিযোগীরা । এরমধ্যে বাঙলা এবং উত্তরপ্রদেশে লাগাতার ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত। তাই প্রবীণ ক্যারাটে প্রশিক্ষক রানীগঞ্জের শিশির বাগ ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, ক্যারাটে জানা থাকলে ধর্ষণের শিকার হওয়ার আগেই আমাদের কন্যা সন্তানরা প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ার সুযোগ অবশ্যই পাবে। আরজি করের ঘটনায় চরম মর্মাহত অপর কোচ বর্ধমানের মিলন বাদ্যকর জানিয়েছেন, বাঙলার প্রতিটি স্কুলে ক্যারাটে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সরকার যখন নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ তখন আমাদের কন্যাদের নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার সাফল্য বেশ উল্লেখযোগ্য।

জুনিয়ার বিভাগে ঋষিতা ফরিকর, কাতা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইটে (কুমিতা)দ্বিতীয়,

আরিয়েন ফরিকর, জুনিয়র

সাত বছর বিভাগে।

ফাইট , প্রথম শুভদীপ গড়াই ১৪ বছর বিভাগে হেমাংশু রুইদাহ ১৬ বছর বিভাগে প্রথম স্থান।

দেবকুমার বাউরি ৭০ কেজি বিভাগে

দ্বিতীয়। রাকেশ রজক ৮০ কেজি বিভাগ দ্বিতীয় ।

কেরালার তিরবনন্তপুরমের কোবালম স্টেডিয়ামে বাঙলার সাফল্যের জেরে আগামী ১৯ তম এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে ব্যাংকক যাচ্ছেন দুই প্রতিযোগী। আগামী নভেম্বরে ৮ থেকে ১০ ব্যাংককে আয়োজিত এশিয়ান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দেবেন বাঙালা থেকে রাকেশ রজক হেভি ওয়েট ৮০ কেজি বিভাগে। দেবকুমার বাউরি অংশ নেবেন ৬০ কেজি বিভাগ। এই প্রতিযোগীরাও সকলেই আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মহিলাদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। একই সঙ্গে বাঙলার এই ঘটনা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় জোরালো প্রশ্ন উঠছে বলেও দাবি করেছেন তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**